মঞ্জুষা

মঞ্জুষা

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার, বি, এল, কবিশেখর

[মূল্য বার আনা
বাঁধাই এক টাকা]

প্রকাশক—
শ্রীজগদীশচন্দ্র গুহ, বি, এ,
গুহ-ভিলা, পাবনা।

শ্রাবণ, ১৩৩৫

প্রাপ্তিস্থান
'বরেন্দ্র লাইব্রেরী'
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস.
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার
৭১।১ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১১৬১।২৭

প্রাক্‌বাক

এই 'মঞ্জুষা' রত্নপূর্ণ। আমি জহুরী নই; তা না হ'লেও যেটুকু বুঝি, তা'তে বল্‌তে পারি, এ নবীন কবির মঞ্জুষায় বীণাপাণির অনেক শ্রেষ্ঠ রত্ন আবদ্ধ আছে। এ কথাটা এই জন্য সাহস ক'রে বল্‌ছি যে, আমি সংগ্রহ পুস্তকের সবগুলি কবিতা বুঝতে পেরেছি, যে সৌভাগ্য আজকালকার অনেক নবীন কবির কবিতা পড়ে হয় না। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতে পারি, কিন্তু তাঁকে অনুকরণ ক'রে যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের প্রায় অনেকেরই কবিতা আমি বুঝতে পারিনে; অবশ্য সে আমার শিক্ষার বা বয়সের দোষ। কবি শচীন্দ্রমোহনের কবিতা আমি বুঝতে পেরেছি, তাই এই দুটী কথা লিখলাম; এর বেশী বল্‌বার অধিকার এই নীরস গদ্য বৃদ্ধের নেই।

মহালয়া }
১৩৩৪ }

শ্রীজলধর সেন

ভূমিকা

এই গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্ম্মবাণী', 'মাসিক বসুমতী', 'আত্মশক্তি', প্রভৃতি বহু সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল—বাকীগুলি নূতন।

ভগবানের অবিচার—আশীর্ব্বাদ হইয়া এই কবিতাগুলি বাহির হইয়াছে। যদি এই কবিতা পাঠ করিয়া কাহারও হারানিধিকে ক্ষণিকের জন্যও মনে পড়ে তবে প্রকাশ করা সার্থক হইবে।

পাবনা,
মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৩৪

শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

—পিতৃ চরণে—

সূচী

ব্যথা ঃ—

দেশ ঃ—

গান ঃ—

ব্যথা

জ্বালিনি এ হোম-শিখা কারোপ্রাণ লোভাতে,
জ্বেলেছে যে বিধাতাই জীবনের প্রভাতে,
পুড়ে' পুড়ে' খাক্ হ'য়ে আছে বুকে ছাই টুক্,
তারি দে'য়া ব্যথা সহা,— জীবনের সেরা সুখ ;
জীবনের সুখ দুখ্ পুড়ে হ'ল ঝাঝ্‌রা,
মনে হ'লে বুক ফাটে ভেঙ্গে যায় পাঁজরা ;
তাই এই হোম-শিখা আনিয়াছি চরণে
জীবনের হারানিধি পাব ফিরে মরণে ?

আমার এ হোম-শিখা উজলিয়া ঝলকে
যদি কারো হারা-মুখ এঁকে দেয় পলকে,
যদি কেহ অতীতের পানে চাহে ফিরিয়া,
ফোটে ব্যথা আঁখি কোণে বুকখানি চিরিয়া ;
পাঁজরের হাড় ভাঙ্গা দুটি ফোটা রক্ত
নিরজনে হোম-শিখা করে অভিসিক্ত,
সেই'খনে এ অনল জ্বালা হবে ধন্য,
ব্যথিতের হোম-শিক্ষা ব্যথিতেরি জন্য।

নিবেদন

ব্যথা দিয়েছিলে—সে ব্যথা আজিও

জমান রয়েছে হৃদয় মাঝে,

তোমার নিঠুর বেদনার দান

ফুল হয়ে ফোটে সকাল সাঁঝে।

ভেবেছিলে বুঝি দূরে চলে যাব

তোমার ব্যথার কঠিন ঘায়ে,

আজি সব ব্যথা আঁখি জলে ধুয়ে

নিঙারি দিতেছি তোমার পায়ে।

ভুলেছে জগত—ক্ষতি নাই তায়,
গিয়াছে কঠিন চরণে দলি,
চির জনমের ধ্রুবতারা মোর
বুকেতে আজিও রয়েছে জ্বলি।
হে মোর দেবতা! সুখের পরশে
নিও নাকো মোরে বুকেতে তুলি,
কি জানি যদি বা ঘুম এসে পড়ে
তোমার মু'খানি ফেলি গো ভুলি।
তাই কর প্রভু! কঠিন আঘাতে
ভেঙ্গে দাও মোর হৃদয়-কারা,
পড়ুক ঝরিয়া চরণে তোমার
আঁখিজল সাথে শোণিত ধারা।
প্রতি কণা মোর তপ্ত শোণিত
বনফুল হ'য়ে উঠিবে ফুটে,
তোমারি কঠিন বেদনার দান
পড়িবে তোমারি চরণে লুটে।

ব্যথার স্বর্গ

দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ—আজো ভুলি নাই,
পথে পথে আজো তাই কাঁদিয়া বেড়াই,
সেই যে প্রথম—আর সেই শেষ দেখা
এ পাষাণ বুকে আজো রহিয়াছে লেখা।

সকলের মুখে চাই—সেই মুখ খুঁজি,
আমার হারাণ ধন ফিরে' পা'ব বুঝি,
এ যে দেখি মরীচিকা ধূ ধূ মরু বুকে,
অনন্ত আঁধার রাত্রি জীবন সম্মুখে।

আজি পথ-ভিখারীর নাহি নাহি কেহ,
বহিতেছি নিশিদিন প্রাণ-হীন দেহ,
একটা করিতে কাজ আর করে' ফেলি,
হৃদি-হীন প্রাণ নিয়ে একি খেলা খেলি।

তবু নিশিদিন খাটি পাগলের মত
ভুলে থাকি শত কাজে বেদনার ক্ষত,
নিভৃতে নিরালা কোণে বসি যেই দিন
দেখি সেই ব্যথা বুকে শাশ্বত নবীন।

অতীতের শত কথা রাঙ্গা হ'য়ে উঠে
উষ্ণ রুধির ধারা ক্ষতমুখে ছোটে,
নয়ন সম্মুখে বিশ্ব হ'য়ে আসে লীন ;
কে বলে দ্বাদশ বর্ষ—এ যে সেইদিন।

মনে পড়ে সেই তব পল্লীগৃহ তলে
বিদায়ের ক্ষণে ভাসি' নয়নের জলে,
দু'হাতে জড়া'য়ে কণ্ঠ আঁখি দু'টি তুলি,
এ বিশ্ব সংসার তুমি গিয়াছিলে ভুলি।

তুমি ত বলনি কিছু—রহিলে নীরব
আমার অন্তর কিন্তু বুঝেছিল সব,
কি যেন বলিতে গিয়ে,—বলিনিত হায় !
শুধু যে নীরব কণ্ঠে নিয়েছি বিদায়।

বুক চিরি' আজো সেই অকথিত বাণী
অতীতের মাঝে নিতি নিয়ে যায় টানি'
নিতি তাই জ্বালি বুকে পূত হোমানল,
এ যে চির-ভিখারীর অন্তর সম্বল।

তুমি আমি বিশ্ব বুকে দু'দিনের খেলা
খেলিতেছি—ভাঙ্গিতেছি জীবনের মেলা ;
মোরা কি বিরাট বিশ্বে গ্রন্থি কণিকার ?
অর্থহীন প্রেম কিগো বক্ষে দু'জনার ?

কত যে গিয়েছ স'য়ে কত সহি আমি
রাখিবে লিখিয়া কিগো নিখিলের স্বামী
কালের আঁধার বুকে সোণার আখরে,
অথবা ডুবিবে চির বিস্মৃতি সাগরে ?

মোরা কিগো ব্যর্থ-সৃষ্টি বিশ্ব-রচনার
নিশিদিন বহি তাই বক্ষে হাহাকার ?
মোরা কি বিপুল বিশ্বে অর্থহীন সুখে
ব্যর্থ-রচনার-ধন বিধাতার বুকে ?

তবে কেন সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের মাঝে
কে যেন ফুকারি বলে আছে আছে আছে
চির-মিলনের সেই চির-জ্যোতির্ম্ময়—
ব্যথার পরম স্বর্গ অক্ষয় অব্যয়।

ভিখারী

রে চঞ্চল মন,—
কার তরে অনুক্ষণ
কেঁদে কেঁদে ফিরিতেছ ভিখারীর বেশে,
কোন্ দেশে
আছে তব প্রিয়া,
তার তপ্ত আঁখিজল, বুকভরা ভালবাসা, প্রীতিস্নেহ নিয়া,
অনিমেষ চোখে—চাহিয়া পথের পানে।
সে কি হায় অশ্রু-ঝরা গানে
চেয়ে থাকে গগনের প্রান্তর সীমায় ?
সে কি হায় !
সন্ধ্যার আঁধার বুকে জ্বেলে রাখে তার ছোট প্রাণের প্রদীপ ?
শিহরি উঠিলে নীপ
শ্রাবণের ব্যাকুল বাতাসে
কার আশে
চেয়ে থাকে নিতি সে যে অশ্রান্ত নিমেষে
—আপনি শিহরি' উঠি

ফুল ফুটি'
গন্ধ ভারে লুটে পড়ে—ব্যথায় কাঁদিয়া
সে কি প্রাণ দিয়া
শুনিয়াছে তার সেই ব্যথার ক্রন্দন ?
এ বন্ধন
তবে কিগো ক্ষণিকের খেলা ?
পথভ্রান্ত পথিকের—পথ পাশে মেলা।

এমনি বাদল ঝরা নিশীথ শয়নে
পড়ে কিগো মনে
কে তারে বাঁধিয়াছিল বাহুর বন্ধনে ?
কার বুকে বুক রাখি'
দিয়েছিল ঢাকি'
ক্ষণিকের লাজ লজ্জা সোহাগ সরম ?
তাহার মরম
ভেদিয়া উঠেছে বাণী
এইক্ষণে দাও মৃত্যু তব সুরা স্বর্ণ-পাত্রে আনি ;
মরিয়া বাঁচিতে চাই এই শুভক্ষণে
এমন সুখের শয্যা মিলিবেনা সমস্ত জীবনে।

আজো কিগো ঝিল্লিস্বনে
পড়ে তার মনে
এমনি অশ্রান্ত-ঝরা বাদলের নিশীথ কাহিনী,
সেই সুখ-স্বপ্ন মাখা মিলন রাগিণী ?
পড়ে কিগো মনে
কে তারে বিদায় ক্ষণে
আঁখি জলে পরায়েছে রাজটীকা সহস্র চুম্বনে।

সে হায় গিয়েছে ভুলে,
আমি আজো রাখিয়াছি তুলে
তার সেই বিদায়ের অশ্রু-মুক্তাহার—জীবনের
মণি-হার করে' ;
একটু আঘাত পেলে তাই পড়ে আজো—ঝর ঝর ঝরে'
জীবনের ভিক্ষাপাত্র হ'তে।
তাই আজ বাহিরিনু পথে
খুঁজিতে আমার সেই বুক-চেরা ধন,
যে রতন হারা'য়ে ফিরি দেশে দেশে ভিখারী মতন।

বাদলের ব্যথা

ঝড়ো হাওয়ার সনে,—
সেদিনকার সে সব কথা
পড়ল আজি মনে।
সেদিনও যে এমনিতর বাদল বনেতে
মেতেছিল নৃত্য রঙ্গে মেঘের সনেতে,
সেদিনও যে এমনিতর যুথির গন্ধ এসে
কেঁদে কেঁদে ফিরেছিল বুকের চারিপাশে।
উতল হাওয়া সনে,
তাইতে বুঝি সে সব কথা
পড়ল আজি মনে।

পড়ছে আজি মনে—
বাদল ভেজা, সাথী হারা
পাখীর কল গানে।
সন্ধ্যা হতেই বৃষ্টি এল, পড়ছে মনে আজ,—
কড় কড়িয়ে কেঁপে উঠে পড়ল কোথা বাজ,
একলা পথিক ঊর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের পানে ধায়,
কৃষক বধূ দাওয়ায় বসে পথের পানে চায়।
পড়ল আজি মনে,—
সে সব দিনের সে সব কথা
বিজ্‌লী আলো সনে।

পড়ল মনে হায় !
আজ্‌কে আমার দুখের দিনের
বুকের বেদনায় !
দুপুর রাতে জেগে দেখি—মৃণাল-বাহু তা'র
পরিয়ে দেছে কণ্ঠে আমার পারিজাতের হার,
বুকের মাঝে নিলাম টেনে—চুমুর পরশ দিয়ে,
উতল হাওয়া এল ভেসে যুথির গন্ধ নিয়ে।
পড়ছে মনে হায় !
আজকে এই আঁধার-করা
শাওণ বরষায়।

নাইত কাছে আজ,
আমার সেই দুখের দিনের
ব্যথার মহারাজ !
আজো সে যে ব্যাকুল হ'য়ে বেড়ায় মেঘের সনে,
ফুলের গন্ধে উদাস হাওয়ায় কাঁদে বনে বনে,
আজো সে যে বাদল-ঝরা নিশীথ রাতে এসে
বুকের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অশ্রুজলের বেশে ;
(ওগো) নাইত বুকে আজ—
আমার সেই নিশীথ রাতের
বুকের অধিরাজ !

হারানিধি

কত শত জনমের হারাণ মাণিক
এসেছে ফিরিয়া আজি শ্রাবণ সন্ধ্যায় ;—
বিস্মৃত সুখের স্মৃতি স্বপন বন্যায়,
ভগ্ন মন্দির মাঝে—আরতির দীপ।
ধূসর সন্ধ্যায় যেন প্রভাত সঙ্গীত,
স্বপ্ন-মাখা বাল্য-স্মৃতি অন্তিম শয়নে,
বিদায়-করুণ আঁখি মিলনের গানে,
দূর হতে ভেসে আসা স্বরচিত গীত।
মরণের পার হতে জীবন কাহিনী,
জন্ম জন্মান্তর স্মৃতি একটি নিমেষে,
পরপার হ'তে যেন আসিতেছে ভেসে
বিরহীর তপ্ত শ্বাস,—স্মৃতির বাহিনী।
সে যে মোর বুকে ছিল নিভৃতে গোপনে,
স্বপনে হারাণ নিধি—পেয়েছি স্বপনে।

শ্রাবণ সাঁঝে

টুপ্ টুপ্ ঝরে জল, গড়্ গড়্ দে'য়া
কে যাবি কে যাবি পারে ডাকে শেষ খেয়া ;
ঝপ্ ঝপ্ পড়ে দাঁড়্—ছল্ ছল্ বারি,
এই সাঁঝে দিতে হবে ও পারের পাড়ি।
মর্ মর্ করে গাছ—সর্ সর্ বন্,
কোন্ সে কেতকী বনে উদাসী পবন।
ঝির্ ঝির্ ভিজে বায়ু ঝুর্ ঝুর্ নীপ,
কে যেন রেখেছে জ্বেলে প্রাণের প্রদীপ ;
টুপ্ টুপ্ বকুলের ফুল্ পরে ভূঁয়ে,
কে যেন সুরভি বাসে প্রাণ গেল ছুঁয়ে ;
চুপ্ চুপ্ কথা বলা কাণে কাণে আজ্,
আজি কে এনেছে বয়ে শ্রাবণের সাঁঝ ;
ছল্ ছল্ আঁখি জল্ আঁখি ভরে' আসে,
পরাণ কি যেন চায়—কারে ভালবাসে।

মানিনীর আক্ষেপ

সখি !

খুলেদে খুলেদে মোর বৃথা এই ফুল সাজ,
গঞ্জনা সহা বৃথা,—বৃথা সহা লোক লাজ।
কাঞ্চন কঙ্কণ কাঁদে বৃথা কিনি কিনি,
কঞ্জ চরণ ঘিরি মঞ্জীর রিণি রিণি,
কুঞ্জ কুটীর দ্বারে পল্লব ফুলমালা
বৃথা হ'ল সখি আজ—অঞ্জলি বৃথা ঢালা।
রঙ্গীন ফুল-শেজে কুন্দ কুসুম কলি
বঞ্চিত ফুল মধু, ম্লান মুখে প'ল ঢলি।
অঞ্জন ভেসে গেল কুঞ্জ আঙ্গিনা তলে,
চন্দন রেখা সই ! মুছে গেল আঁখি জলে,
চঞ্চল অঞ্চল বৃথা কারে খুঁজে' মরে,
বৃন্দাবন-ধন—চলে গেছে ব্যথা ভরে ;
আরত এলনা ফিরে মঞ্জুল বন মাঝে
কম্পিত প্রাণ তাই আজিও দরশ যাচে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে কালিন্দী-কূল কালা,
এল না ত ফিরে সই ! আমার হৃদয়-কালা ?
বল্ সই ! বল্ তোরা অভিমানী আছে বেঁচে ;
যে কাঁদে গো তার তরে তা'রেই কাঁদায় সে যে।

ঝুলন

ঝুলন-তলায় দুল্‌ছে কে কে দোল্‌না বেঁধে দুই জনে,
মিলিয়ে গাঢ় বুকে মুখে—আলিঙ্গনে চুম্বনে।
সুখের ব্যথায় পরাণ দু'টি দুরু দুরু চঞ্চলে,—
কেয়ার বাসে উদাস বাতাস লাগ্‌ছে কেশে অঞ্চলে।

এ নয় রাধার ধোঁয়ায় কেঁদে কাজের মাঝে গান শোনা,
একলা বসে গৃহ কোণে কল্পনারি জাল্ বোনা।
জল ফেলে নয় যমুনাতে আন্‌তে যাওয়া জল্ ভরে'
নীপের মূলে দেখে' আসা পরাণ বঁধু ছল্ করে'।

অথির হ'য়ে এ নয় কালার আড়াল থেকে গান গাওয়া
একটি মধুর দিঠির লাগি চোখের জলে পথ্ চাওয়া।
যোগীবেশে কুঞ্জদ্বারে—বহুরূপীর বেশ ধরে'
ঝরেনা আর কালার আঁখি, রয়না রাধা মান করে'।

আজকে দু'জন বন্দী যে হায় দোঁহার বাহু বন্ধনে,
কত যুগের সুখের ব্যথা জাগ্‌ছে বুকের স্পন্দনে,
সেই 'মিলনী' গাইছে আজি শুক শারী আর চন্দনা,
বর্ষাকালের চিরন্তনী—ঝুলন দিনের বন্দনা।

———

স্রোতের ফুল

স্রোতের ফুলটি, নীরবে ভেসে যায়
এমন দিশেহারা কোন্ সে কিনারায়,
জাগে কি সেথা তার পরশ দেবতার
তাই কি অভিসার সুদূর নীলিমায়;
তাই কি কূলে কূলে রেখেছে আঁখিতুলে
যায়নি আজো ভুলে তার যে বসুধায়!

হেথা যে ছিল তার সুখ দুখ অভিমান,
হেথা যে ছিল তার সকল-ভোলা গান,
কোন্ সে বন মাঝে নীরবে ফুটিয়াছে
বেদনা আজো বাজে অথির করে' প্রাণ;
স্মৃতিটি আজো তার গোপন বেদনার
জাগায় করুণার নীরব অভিমান।

কবে কে কোন্ সাঁঝে বাঁধন দিয়ে ছিঁড়ে'
ভাসায়ে দিল তারে অতল নদী নীরে,
ঢেউ এর বুকে বুকে আজো সে নাচে সুখে
কভু বা লাজ মুখে আছাড়ি' পরে তীরে ;
অসীম কত ছাঁদে তাহারে বুকে বাঁধে,
পরাণ তবু কাঁদে তাহারি তীর ঘিরে।

আকাশ হাত তুলে নিতুই ডাকে তারে,
অতল কালো জল বাঁধে যে বারে বারে,
প্রভাত কভু এসে তাহারি চারি পাশে
কত যে কাঁদে হাসে তাহারে বুকে করে' ;
তবু সে নেচে চলে, অস্তাচল তলে
সেথায় পাবে বলে—জীবন দেবতারে।

মানস-পূজা

অনিমেষ চোখে মুখ পানে চেয়ে রই
জগত জানেনা কি ব্যথা গুমরি মরে,
আঁখি জলে রচা সোনার স্বপন-ছবি
ম্লান হ'য়ে যায় ধরার ধূলির 'পরে।

আলোক পরশে নিজহাতে আঁকা ছবি
আঁখি মেলে লাজে দেখিতে পারি না তাই
নিশার নিবিড় আঁধারের কোলে বসি'
মানস নয়নে তোমারে পূজিতে চাই।

ফুল তুলে ফিরি গ্রহতারকার মাঝে,
আঁখি জলে ধু'য়ে সাজায়ে রাখিগো ডালা;
মোর সুখ্ দুখ্ জীবন মরণ দিয়ে
রাখি তোমা তরে মনে মনে গেঁথে মালা।

বাসনা কুসুম রাতুল চরণে দিয়ে,
নিতি নব ছাঁদে সোহাগে পরাই মালা,
বুকে টেনে নিয়ে সাধের স্বপন রচি,
নিবেদি গোপনে—গোপন হৃদয়-জ্বালা।

বুকে তুলে নিয়ে তবু ত মেটেনা সাধ
সাধ যায় রাখি যুগ যুগ বুকে করে',
শত চুম্বনে ব্যথিত করিয়া তবু
মনে হয় তুমি রহিয়াছ বহু দূরে।

পরাণ নিতুই আকুলি ব্যাকুলি করে,
বলিবারে চাই ভাষাত ফোটেনা কভু,
কথা র'য়ে যায় হৃদয়ের কোণে কোণে,
ধরা নাহি দেয় মানস-পূজার প্রভু!

কত ছবি আঁকি গোপনে হিয়ার পটে
মুছে ফেলি পাছে জগত দেখিতে পায়;
তোমার আমার এমনি গোপন খেলা
শুধু জানি আমি তুমিও জাননা হায়!

দেহের পূজা

ওগো দেব ! ওগো মানস পূজার প্রভু !
এত দিন ছিলে মানস নয়নে মোর,
ভিখারী পরাণ এই শুভ'খন লাগি
হেসেছে কেঁদেছে ফেলেছে নয়ন লোর।

ধ্যানের দেবতা ! আজিকে মুরতি ধরি
নয়ন জুড়ালে সফল করিলে প্রাণ,
তৃষিত ক্ষুধিত পাষাণের বুক চিরে'
ছুটিছে আজিকে কিসের অমৃত বান।

কত নিশি জাগি'—মানত করিয়া কত
এ মধু মিলন খুঁজেছে সকল হিয়া,
আজিকে কেমনে রোধিব প্রাণের দান,
রহিব নীরব সবটুকু নাহি দিয়া।

এত দিন সখা পেয়েছ ধ্যানের পূজা,
নয়নের পূজা সাজায়ে এনেছি আজি,
ইহ পরকাল অর্ঘ্য ভরিয়া আনি
পূজারী পরাণ এনেছে ভরিয়া সাজি।

আজো কিগো সখা! দাঁড়া'য়ে রহিবে দূরে
শুধু মোর দে'য়া নয়নের পূজা লয়ে;
শুধু কি মরেছি দেহের পূজার ভার
মরুভূমি সম তৃষিত পরাণে ব'য়ে।

মরমের পূজা—সেত দূর থেকে পাও,
শয়নে স্বপনে ধ্যানের দেবতা তুমি;
আজো কাছে এসে দেহের পূজা না লয়ে
কেমনে যাইবে, কেমনে ফিরাব আমি।

প্রতি অণু আজ অণুতে মিশিয়া যাক্,
আজি লহ সখা! মোর দেহ মন প্রাণ;
এ মহা মিলনে চাহিনা পৃথক দেহ,
দেহের মিলনে হোক চির অবসান।

চুম্বন

যে মধু চুম্বন রেখা অধরের কোণে
অঙ্কিত করেছে ভক্ত সে ত নহে হায়
কামুকের ঘৃণ্য ভাষা। দেবতার পায়
সে যে আত্ম নিবেদন। নিভৃতে গোপনে
যে ব্যথা কাঁদিত বুকে গুমরি গুমরি,
নিশিদিন বসিয়া বিরলে, আনমনে
যে গান রচিত বসি আপনার মনে,
আজি তাই রূপ ধরি পড়িয়াছে ঝরি'
মন্দির দুয়ারে। যে ফুল তুলিত নিত্য
বন উপবন মাঝে একাকী পূজারী
কম্পিত হৃদয়ে তাই দিতেছে উজারি
চরণের তলে। উন্মুক্ত করিয়া চিত্ত
ভক্ত আজি আনিয়াছে সর্ব্বস্ব তাহার,
আপনারে বলি দিতে পায়ে দেবতার।

বিদায়ের দান *

সে দিন এমনি সাঁঝে—পড়িতেছে মনে
দুটি চোখ জলে ভরা দাঁড়াইয়া একা,
সেই ত স্বর্গের ছবি—নিমেষের দেখা,
হৃদয় উছলি উঠি'—ঝরিল নয়নে।

হিজলের রক্তাঞ্জলি লুন্ঠিত চরণে
রেখে গেলে পল্লী প্রান্তে অলক্তের রেখা,
আজিও সোনার আঁকে আছে আছে লেখা
তোমার সে রক্ত-রাগ হৃদয়ের কোণে।

তুমি ত নীরবে চাহি গিয়াছিলে চলে,
সে ছবি হৃদয়ে ধরি' ভাসি আঁখি জলে।

তব হৃদয়ের সেই মৌন ইতিহাস
সেই যে বিদায় ক্ষণে করে' গেছ দান,
তাই নিয়ে হাসি কাঁদি করি অভিমান,
কত না যতনে হৃদে বহি বারমাস।

---

* প্রেত্রার্কিয় সনেট

সূর্য্যমুখী

নিমেষ-হারা আঁখি মেলে
দেখিস্ কিলো পোড়ার মুখী,
ডাগর চোখে তপন পানে,—
দেখার সাধটি মেটে না কি ?
সকাল হ'তে—আলোর রথে
যে পথে সে যায় গো চলি,
সেই দিকে তুই থাকিস্ চেয়ে
লজ্জাহীনা এমনি হলি।

পুড়ে' পুড়ে' বুকের ব্যথা
জমাট্ হ'ল বুকের মাঝে,
নিত্য তবু এমনি করে'
চেয়ে থাকিস্ সকাল সাঁঝে।
লোকের কথা শুনিস্ না ত,—
কত জনে বল্‌ছে কত;
তবু অমনি থাকিস্ চেয়ে
লজ্জাহীনা নারীর মত।

* * *

সত্যি আমি লজ্জাহীনা,
সত্যি আমি পোড়ারমুখী;
দেখে যে ভাই সাধ মেটে না,
কখনো কার মিটেছে কি?
তার আগুণে জ্বলে যে সুখ;
স্বর্গ আছে—মৃত্যু মাঝে;
নিত্য যে তাই এমনি করে'
চেয়ে থাকি সকাল সাঁঝে।

মন মন্দিরে

কার	স্পন্দন জাগে	নব অনুরাগে
বুকের মাঝে,
কার	বন্দনা গীতি	ঝঙ্কৃত নিতি
নিথর সাঁঝে।
আজি	মন্দির তলে	ধিকি ধিকি জ্বলে
আরতি দীপ,
আজি	গন্ধ উদাস,	স্তব্ধ আকাশ,
নিথর নীপ।

আজি চঞ্চল তার কাঁপে মণিহার
বুকের 'পরে,
আজি কত না ভঙ্গে ললিত রঙ্গে
বাসনা ক্ষরে।
আজি অঞ্চল তার মুগ্ধ উদার,
আকাশ তলে,
আজি কম্পিত ঘন শঙ্কিত মন
টীপ্‌টি জ্বলে।
আজি চন্দন-মধু সঞ্চিত শুধু
নয়ন জলে,
এস উজ্জ্বল করি' সব ব্যথা হরি'
মন্দির তলে,
. এস মঞ্জুল বন শান্ত গগন
নন্দিত করি,
এস নন্দন-বন- লাঞ্ছিত ধন
হৃদয়ে ধরি।

শিশুর হাসি

পারিজাতের পাপ্‌ড়ি খসে
পড়্‌ল কি আজ স্বর্গ হ'তে ?
পরীরাণীর পাখার পালক
ভেসে এল সোনার স্রোতে ?
মন্দাকিনীর ঢেউএর বুকে
খেল্‌ছে কিগো অরুণ কণা ?
শুক্তি বুকে চম্‌ক মারে
সকল সেরা মুক্তা দানা।
হারাণ ধন সত্যি করে'
দেছে ধরা স্বপ্ন মাঝে,
কোন্ স্বরগের দেব কন্যা
পথ ভুলেছে আজ্‌কে সাঁঝে।
চাঁদের সুধা মন্ত্রবলে
জমাট করে' গেছে ফেলে,
লক্ষহীরার মালার মাঝে
মধ্যমণি উঠ্‌ল জ্বলে।
মর্ত্ত্য লোকের নয়ত এ কেউ
পথহারা এক স্বর্গবাসী,
মুস্‌ড়ে পড়ে তাইতে ধরার
স্পর্শে বুঝি—শিশুর হাসি।

সন্ধ্যা তারা

১

মাগো!
ঐ যে আকাশ তলে,—
এমন করে' নিত্য সাঁঝে
কাহার আঁখি জ্বলে?
আমি ও খোকা ছিনু
ঘুমিয়ে তোমার কোলে,
স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—দেখি
খোকা গেছে চলে।

২

সত্যি বল্ মা আজ,—
খোকা কি মা গেছে চলে
নীল্ সাগরের মাঝ্?
তাইতে কি মা সাগর থেকে
চুপি চুপি উঠে,
তোমার পানে চেয়ে হাসে
আকাশ কোণে ফুটে?

৩

ওমা! সত্যি করে বল্—
আজ্‌কে কেন চোখ দুটি তোর
করছে ছল্ ছল্?
ভাবিস্ বুঝি আমিও যদি
পালিয়ে চলে যাই,
যেথায় চলে গেছে আমার
দুষ্টু ছোট ভাই!

৪

তোকে সত্যি করেই বলি,
দুষ্টু হয়ে খোকার মত
যাই মা যদি চলি;
আকাশ কোণে উঠ্‌ব ফুটে'
সন্ধ্যাতারা পাশে,
আমার খোকা নিত্য যেথা
তারা হয়ে হাসে।

অশোকের ব্যথা

স্তবকে স্তবকে অশোক আজিকে
উঠেছে ফুটি',
কার পথ চেয়ে রেখেছে তুলিয়া
নয়ন দুটি ;
আকাশের ঐ নীলিমার মাঝে
সঙ্কেত তার বুঝি প্রাণে বাজে,
আশা নিরাশায় রাঙ্গা হ'য়ে গেছে
কপোল দু'টি,
শিথিল বসন পড়েছে খসিয়া
চরণে লুটি।

কচি পাতা তার বলে' গেছে কানে
আশার কথা।
মলয় দিয়েছে সঙ্কেত তা'রে
দোলায়ে লতা,
পাখী বলে গেছে—'ওগো আসিবে সে',
জ্যোছনা আসিয়া গেছে কেন হেসে ?
বুঝিস্ নি তোরা—তার ব্যথা টুকু,
তার ব্যাকুলতা,
প্রাণ দিয়ে সে যে শুনিতেছে তা'র
আশার কথা।

তাই প্রাণ দিয়ে সব ব্যথা টুকু
রাঙ্গিয়ে তুলি,
কার তরে সে এসেছে আজিকে
পথটি ভুলি ;
—শুধু পাবে বলে পরশ তাহার
চির দিবসের—চির-দেবতার,
রঙে রঙে আজি ভরে গেছে তাই
পাপড়ি গুলি,
তাই আসিয়াছে ফাগুনের সাথে
পথটি ভুলি।

কখন যে তার দেবতা আসিয়া
বুকেতে করে
প্রাণ মন খানি দিয়েছে এমন
সুধায় ভরে ;
সারা বরষের অভিসার তার
সার্থক আজি পরশে কাহার ;
পায়ে বুঝি তাঁর—ফাগুনের শেষে
পরিবে ঝরে',
ফুটিবার ব্যথা—জীবন জনম
সফল করে'।

প্রবাসের লিপি

প্রবাসে তাহার লিপিখানি যে গো কত সুধা ব'য়ে আনে
বিরহ-ক্লিষ্ট প্রবাসীর বুকে মিলনের সুধা দানে।
প্রতি আখরের সাথে সাথে তার হৃদয়ের পরিচয়,
মিলনে অজেয় হৃদয়খানিকে করিয়াছে আজি জয়।
কত দিবসের মিলন-মধুর সঙ্গীত-ভরা বাণী
আনিয়াছে ব'য়ে তাহার হাতের আঁকা বাঁকা লিপিখানি।
বিদায়ের ক্ষণে আজি পড়ে মনে—দুটি আঁখি ভরা জলে,
মনে পড়ে সারা হৃদয় গলিয়া পড়েছিল পদতলে;
আধেক ফুটিয়া নয়নের জলে আধেক ছিল যে ঢাকা
সকল হৃদয় উজারি কভু কি সুখে দুখে যায় আঁকা?
শেষে চুমু দুটি—বিদায়ের স্মৃতি, আজো নিতি জ্বলে' উঠে,
সে যে ওগো মোর প্রবাসী হৃদয়ে ধ্রুবতারা হ'য়ে ফোটে,
কত যে কাহিনী কত ব্যাকুলতা এর বুকে আছে লেখা,
দীর্ঘ প্রবাসে আঁখি জলে ভিজে এ লিপি পড়িতে শেখা।

মঞ্জুষা

স্তব্ধ দুপুরে চে'য়ে চে'য়ে শুধু—দীর্ঘ দিবস গণি,
চেয়ে দেখি এই ঘর বাড়ী মঠ, কাঁটা মনসার ফণি,
বালু উড়ে আসে; রাঙ্গা পথ বুকে দুটো 'উড়ে' গাড়ী টানে;
উছলি উছলি সাগরের বারি—কত ব্যথা ব'য়ে আনে।
তখন যে এই ছোট লিপিখানি—মোর সাথে করে খেলা,
উৎকলে বসে বাঙ্গলার বুকে—মনে মনে বাঁধি মেলা।
হাসি খেলি আর কত কথা বলি শতবার করে' পড়ি,
চুমু খেয়ে ধরি হৃদয়ে আঁকড়ি,—আঁখি জল পরে ঝরি'।
এ যে ওগো তার—হোমের অনল, হৃদয়ের মণিহার,
পূজার অর্ঘ্য, প্রীতির মাল্য,—নির্ঝর করুণার।
তার হাতে গড়া, প্রেম প্রীতি ভরা মিলনের সেতুখানি,
বিরহ-মধুর রক্তিম রাখী, প্রেম-বিহ্বল বাণী,
প্রবাসের সাথী, স্মৃতির চিহ্ন—আঁধারের বুকে আলো,
তার হৃদয়ের হৃদয়-মুকুর,—তাই এত বাসি ভালো।

অভিমান

আমার সমাধি 'পরে দেখো যেন নাহি ঝরে
ব্যথা ভরা কারো আঁখি জল,
আমার চিতার পাশে কেহ যেন নাহি আসে
বনফুলে ভরিয়া আঁচল।
আমার বিদায় দুখে দেখো যেন কারো বুকে
এতটুকু ব্যথা নাহি বাজে,
নীরব নদীর কূলে নিবান চিতার মূলে
দীপ নাহি জ্বলে ভরা সাঁঝে।

আমার সমাধি 'পরে নীরবে পড়িবে ঝরে'
শ্রাবণের দুই ফোঁটা জল,
আমার চিতার বুকে নীরবে ঘুমাবে সুখে
ঝরে' পড়া বকুলের দল।
আঁধার নামিবে এসে আমার চিতার পাশে
অতীতের কথা কবে কানে,
সন্ধ্যাকাশে দু'টি তারা রহিবে পলক-হারা
মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে মোর পানে।

দুখ্ দিন্ বন্ধু

এস নাই টুপ্ টাপ্ বাদল বর্ষে,
চঞ্চল উচ্ছল—জীবন হর্ষে ;
চক্ চকে ঝক্ ঝকে সোনালি রৌদ্রে,
জলদ হল্‌দে ফুলরেণু লোধ্রে।
ধান্যের শীর্ষে,—কম্পিত প্রাণে
ভুল্ করে এস নাই ফুল্ মধু ঘ্রাণে,
দুল্ দুল্ টুল্ টুল্ লতাটির ভঙ্গে,
এসেছিলে কভু কিগো কম্পন রঙ্গে ?

স্পন্দন থেমে গেছে খেলা ঘর ভঙ্গ,
দুদিনের বান্ধব ছেড়ে গেছে সঙ্গ,
কড়্ কড়ি' ভাঙ্গ্‌ল প্রাণ মন বক্ষ,
আন্ধারে ডুবু ডুবু জীবনের লক্ষ্য ;
সুখ্ দিনে এস নাই দুখ্ দিন্ বন্ধু
এলে তাই রূপ ধরি' করুণার সিন্ধু ;
স্ব—পনে এসে তাই তুলে নিলে বক্ষে,
মিলনের ব্যথা তাই ঝরে আজি চক্ষে।

দোলে দুর্য্যোগ

সারা দিনমান বেজেছে বাঁশরী যমুনা কূলে,
আয় ছুটে আয় পাগলের প্রায়—সকল ভুলে,
সে যে বাজায়েছে পথ চেয়ে চেয়ে,
গোধুলি আঁধার আসিয়াছে ছেয়ে ;
অসময়ে আজি নামিয়াছে মেঘ যমুনা কূলে,
তবু কেঁপে কেঁপে বেজেছে বাঁশরী—নীপের মূলে।

বেজেছে বাঁশরী নীপ তরুতলে কত আশা করে’
মিলিবে আজিকে বিরহী পরাণ বুকের ’পরে ;
কত জনমের বিরহের গাথা,
চোখে চোখে আজি হবে কত কথা,—
নয়নের কোণে ব্যাকুল বিরহ পড়িবে ঝরে’,
ধরা দেবে প্রাণ তৃষিত আকুল বাহুর ডোরে।

বুকে বুক রেখে শুনিবে যে দোঁহে দোঁহার কথা,
নয়নের কোণে ফুটিবে মিলন-পরশ-ব্যথা,
সকল পরাণ বিকায়ে চরণে
কিছু দেই নাই শুধু হবে মনে,
যুগল চরণ বুকে রেখে’ যাবে বুকের ব্যথা,
আধেক ফুটিবে—অন্তরে র’বে আধেক কথা।

অভিসার আজ বৃথা হ’ল সখি বৃথাই সাজা,
কেঁদে ফিরে গেছে তোমার প্রাণের প্রেমের রাজা।
বাঁশী শুনিয়াছ শত কাজ ফেলে’,
ছল করে গেছ যমুনার জলে,
কাঁচলি, কাঁকনে, কুঙ্কুম মাখি’ বৃথাই সাজা,
কেঁদে ফিরে গেছে আজিকে তোমার প্রেমের রাজা।

অসময়ে আজ নামিয়াছে মেঘ কাজল পারা,
যমুনা আজিকে একুল ওকুল দুকুল হারা,
বিজলি চমকে থেকে থেকে থেকে,
মাথার উপরে মেঘ যায় ডেকে,
ঝর ঝর ঝর ঝরিছে নিঠুর বাদল ধারা,
মিলন পিয়াসী বিরহী-বিশ্ব আপনা হারা।

বৃথা হ'ল আজ ফাগ কুঙ্কুম জমায়ে রাখা,
মানস নয়নে মিলনের ছবি—বৃথাই আঁকা;
বৃথা হ'ল সহা গঞ্জনা জ্বালা,
বৃথা হ'ল গাঁথা বনফুল মালা,
ভাগ্যে যে নাহি সে রাঙ্গা চরণ বুকেতে রাখা;
আজি তাই এই ফাগুন নিশীথ মেঘেতে ঢাকা।

নৃত্য রঙ্গে আয় নেচে আয়
বুকের মাঝে,
দুখের দিনের দহন জ্বালায়
রুদ্র সাজে।
ভোলার বিষাণ উঠুক ডেকে
প্রলয় মেঘে হেঁকে হেঁকে,
করাল কালীর রক্ত নাচুক
বুকের মাঝে,
আয় নেচে আয় দুখের দহন
রুদ্র সাজে।

যাক্ পুড়ে যাক্ খাক্ হয়ে যাক্
ফুলের মালা,
দোলা আজি কঙ্কালেরি
কণ্ঠমালা।
নীলকণ্ঠের কণ্ঠসুধা
মিটাক্ আজি প্রাণের ক্ষুধা,
পরাণ ভরে' পান করে' নে
দুখের জ্বালা,
দুখের দিনের চোখের জলে
প্রদীপ জ্বালা।

দৃষ্টি লেখা

মূর্খ কি বোঝে কি কথা লিখা যে
কালির আখর দিয়া,
বুঝিবি কেমনে কি কথা গোপনে
লিখেছে আঁখিতে প্রিয়া !
কত হাসি গান, মান অভিমান,
বিদায় করুণ গীতি,
কত দিবসের মিলন ক্ষণের
কত মধুময় স্মৃতি।
দুটি বাহু ডোরে কণ্ঠ জড়ায়ে
কথা বলিবার ছলে,
চকিতে কখন চুম্বন-রেখা
আঁকিয়া গিয়াছে চলে।
কবে কোন দিন বিরাম বিহীন
অঝোর ঝরিত রাতে,
দুটি হৃদয়ের মিলনের ব্যথা
ফুটেছিল আঁখিপাতে।
কত যে কাহিনী,—কত রূপকথা,-
আঁখিকোণে লিখা আছে,
বুকে বুক রেখে পড়িতে শিখেছি
নিভৃতে প্রিয়ার কাছে।

দরদী

পসরা লইয়া ফিরি দুয়ারে দুয়ারে
'কে আছ দরদী প্রাণ নিয়ে যাও তুলে' ;
সারাটি জীবন এই পসরার ভার
কত ব্যথা সহি'—বহি জীবনের কূলে।

কেহ এসে তুলে নিয়ে—দেখি ঘৃণা ভরে
রাখিয়া চলিয়া গেল ; দেখিল না কেহ,—
কেহ এসে দিয়ে গেল—ঘৃণা অপমান,
কেহ ত জীবনে হায় ! করিল না স্নেহ !

সহসা দরদী বঁধু সারা জনমের
বাতায়ন খুলি শুধু নীরব নয়নে
চাহিল মুখের পানে, করুণা কাতরে ;
পসরা উজার হ'ল সেই শুভ'খণে।

কি মূলে বিকা'ল মোর পসরার ভার,
জানেনা জগত,—জানে অন্তর আমার।

সান্ত্বনা

আজিও রয়েছি বেঁচে—আজো দেহে আছে প্রাণ,
ভুলিনি ভুলিনি প্রিয় ! ব্যথা ভরা মুখখান,
আজি তুমি কত দূরে—কোন্ স্বপ্ন-স্বর্গ লোকে
বিশ্ব কেন নিভে যায়—আঁধার ঘনায় চোখে।

কে তুমি আমার ছিলে—কেন এসেছিলে হেথা,
দুদিনের হাসি কান্না—দুদিনের নীরবতা—
দুফোঁটা চোখের জল—দুটো চুমু উপহার,
জীবনের চিরসাথী—বিশ্বগ্রাসী হাহাকার !

এই কি জীবন খেলা ! এরি তরে কান্না হাসি
আতঙ্ক সতত জাগে—বুকে রেখে ভালবাসি,
একটু চোখের আড়ে করিতে কাঁদিত প্রাণ
আজি বেশ স'য়ে আছি নিঠুর ব্যথার দান।

কে তুমি বিশ্বের ধাতা—তুমি কিগো স্নেহময়,
বল দেব! বল পিতা! ক্ষুদ্র প্রাণে কত সয়,
নিয়তি তোমার কিগো শাসন মানেনা কভু
তবু তুমি স্নেহময়!—তবু জগতের প্রভু!

আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ একটুকে ভেঙ্গে পড়ে
রাখিতে পারি না প্রভু! হৃদয় সংযত করে;
দয়া করে দাও ভেঙ্গে বিশ্ব বুকে মিলে যাই
রাখিতে পারি না বুকে তপ্ত চিতা ভস্ম ছাই।

কোথা আছে কোন লোকে সেথা কিগো দেখা হবে
বিরহ মিলায়ে যাবে মিলনের উৎসবে?
কি বলিবে প্রথমে সে—গলা ধরে অভিমানে
কেন দেরী করিয়াছি আমি যেতে সেইখানে।

অথবা হবেনা দেখা শুধু অন্ধ-অন্ধকার
গরজি উঠিবে চোখে—সীমাহীন পারাবার,
এ বিশ্বে রহিবে জেগে বিস্মৃতি শিয়রে বসি
মৌন মূক নীরবতা নিয়ত যাইবে শ্বসি'।

এই যদি হয় শেষ ভেঙ্গোনা এ ঘুমঘোর
কাজ নাই কাজ নাই মুছাইয়ে আঁখিলোর।
তা'রি দেয়া ব্যথাটুকু নিয়ত বুকেতে করি'
তিলে তিলে রাবণের চিতা বুকে ধরে মরি।

কে বলে অস্তিত্ব নাই, স্বপ্নলোকে গেছ তুমি,
নীলিম আকাশ কেন সাগর রয়েছে চুমি ;
সন্ধ্যাকাশে সন্ধ্যাতারা নিতি কেন উঠে জ্বলে,
শিশুমুখে সরলতা,—হাসি ফুটে ফুলে ফলে।

মিথ্যা কি এ সৃষ্টিলীলা স্নেহ প্রেম ভালবাসা—
মিলন বিরহ মিথ্যা, মিথ্যা হেথা কাঁদা হাসা ;—
তবে কেন প্রেমময় তোমার সান্ত্বনা বাণী
আঁকে চির মিলনের মধুময় ছবিখানি।

ফল্গু তটে

জীবনের ফল্গুতটে কে এসেছ রূপসী কল্যাণী
পরিপূর্ণ করে' নিতে রিক্ত তব সুধা পাত্রখানি।
এনেছ বহিয়া তব আঁখি কোণে অন্তর তৃষিত,—
আকণ্ঠ করিতে পান জীবনের সঞ্চিত অমৃত।
মিথ্যা এ বাসনা তব নাহি নাহি সেই সুধাধারা,
বুকে আজি বহিতেছি রৌদ্রতপ্ত ভীষণ সাহারা ;
হেথা এলে তৃষা বাড়ে—ফেটে যায় তৃষিত পরাণ;
তীরে তীরে জ্বলে শুধু অতীতের বিনিদ্র শ্মশান।
আজিত ফোটেনা আর তীরে তীরে অশোক বকুল,
ফোটেনাকো গুঞ্জা কলি, ফোটেনাকো মাধবী মুকুল ;
আসেনা চাঁদিনী রাতে প্রেম-মুগ্ধ প্রেমিক যুগল
বরষিতে বুকে মোর মিলনের তপ্ত অশ্রুজল।
কি আছে অন্তর মাঝে বল বল জেনে কিবা ফল,
এযে যুগ যুগান্তের চির-ব্যথা অন্তর সম্বল।

জীবন

জানি আমি—গাঢ়তম সন্ধ্যা এসে ধীরে
নামিবে নিঃশব্দে মোর জীবনের তীরে
বুকে ল'য়ে তৃপ্তি শান্তি ; স্নেহ হস্ত তার
ল'বে মোরে বুকে টেনে। ললাটে আমার
সস্নেহ চুম্বন রেখা ধীরে দেবে এঁকে ;
মোর এই শ্রান্তদেহ মৃদু কেঁপে কেঁপে
পড়িবে লুটায়ে তার চরণের তলে।
কাঁপিবে রঙ্গিণ আলো সরসীর জলে,
ফিরিবে কুলায় পাখী গান গেয়ে গেয়ে
বিদায়ের সুরে, আঁধার আসিবে ছেয়ে
নয়নের 'পরে,—সব শেষ হয়ে যাবে।

অনন্ত কালের কোলে লেখা কিগো র'বে
পথহারা পান্থ কোন্ এসেছিল হেথা ?
কত কথা ছিল বলিবার, কত ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমায়ে পড়েছে তার
ব্যথিত হৃদয় মাঝে, তপ্ত অশ্রুহার

কবে সে গাঁথিয়াছিল নিভৃতে নিরলে,
কবে সে ভাসিয়াছিল নয়নের জলে
মিলনের ক্ষণে।　তার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
কবে জানায়েছে শুধু মূক অভিলাষ
দেবতা চরণে ; রবে কিগো লেখা তার—
হাসি গান, মান অভিমান, অভিসার,
মিলন বিরহ।　তার ক্ষুদ্র জীবনের
প্রথম উষায় কার দিব্য নয়নের
স্নিগ্ধ জ্যোতি রেখা রচেছিল স্বর্গ হেথা ?
কার মৌন ভালবাসা, হৃদয়ের ব্যথা,
দেখেছিল ছবি তার সজল নয়নে ;—
রবে লেখা ?

কিম্বা যেই অন্তিম শয়নে
লভিব চরম শান্তি,　ধীরে ধীরে এসে
বিস্মৃতি দাড়াবে বুঝি মৃদু মধু হেসে
আমার শিয়রে।　হিম কর স্পর্শে তার
শেষ করে দেবে মোর সব বেদনার।
শুধু এক গাঢ় কৃষ্ণ অন্ধ-যবনিকা
ঢেকে দেবে মোর যত অতীতের লিখা।

তারপর দিন উষার কনক রেখা
ধরণীর বুকে মুখে রহিবে গো লেখা
তেমনি উজ্জ্বল বর্ণে, জগতের মাঝে
হাসিয়া পড়িবে লুটে নব নব সাজে
তরুশিরে, লতায় পাতায়, জলে স্থলে,
আনন্দে হাসিয়া লুটিয়া পড়িবে ঢলে
পুষ্পবীথি এ উহার গায়। তরঙ্গিণী
তেমনি মধুর স্থুরে বাজাবে কিঙ্কিণী
সোহাগে গরবে।

এই ত জীবন খেলা,—
এরি তরে ভাসায়েছি মোর ক্ষুদ্র ভেলা
কল্পিত পণ্যের বোঝা বুকেতে করিয়া ;
এরি তরে বুঝি নর রেখেছে ধরিয়া
শেষ শ্বাসটুকু তার আগ্রহে আকড়ি ;
কে জানে কোথায় যাবে মোর জীর্ণ তরী।

শেষ

শেষ স্মৃতি, শেষ গান, বিদায়ের শেষ কথা,
শেষ লিপিখানি, নিতি হৃদি মাঝে দেয় ব্যথা ;
জীবনের শেষ দেখা, শেষ কথা দু'টি তার
ভুলিতে পারে কি কেহ—শেষের সে উপহার !
কি কথা বলিতে গিয়ে—বিদায়ের শেষ ক্ষণে
দুহাতে হাতটি ধরে, চেয়ে থাকা মুখপানে।
দুফোঁটা আঁখির জল,—শেষের চুমুটি তার,
কত ব্যথা আঁখি কোণে জীবনের শেষবার।
যেতে যেতে সেই তার শেষবার ফিরে দেখা,
আজিও রয়েছে এই পাষাণ বুকেতে লেখা।
জীবনের শেষ ক্ষণে সেই শেষ-স্মৃতি বুকে,
অনন্ত কালের কোলে লুটাব পরম সুখে।
অনন্ত অসীম বিশ্বে আর কোন সাধ নাই,—
যদি কভু থাকে শেষ—যেন তারে বুকে পাই।

শেষ অর্ঘ্য

আমার মানস কুঞ্জে, ফুটিয়াছে ফুল
থরে থরে থরে,
এনেছি ভরিয়া সাজি, অশ্রুসিক্ত ক'রে,
তোমার মন্দিরে।
গোপনে গাঁথিয়া মালা, নিভৃতে নিরলে
ব্যথা ভরা বুকে ,
রয়েছি তোমার দ্বারে—কম্পিত হৃদয়ে
লাজনত মুখে।

৪৯]

জীবনের সব দিয়ে জ্বালায়েছি দীপ
আরতির তরে,
অঞ্চল আড়ালে তারে—আজিও রেখেছি
ঝঞ্ঝার মাঝারে।
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে করেছি চন্দন,—
রাঙ্গায়েছি ফুল ;
এসেছি ধূসর সাঁঝে মন্দির দুয়ারে
বেদনা ব্যাকুল।
পথশ্রান্ত দেহ ভার—পারি না বহিতে
অবশ চরণ,
কি জানি কখন এসে মুছে দেবে সব
নিঠুর মরণ।
এখনও কি রবে রুদ্ধ—প্রাণের দেবতা,
তোমার দুয়ার ?
ব্যর্থ কিগো হবে মোর—জীবন-মরণ
শেষ অর্ঘ্য ভার।

দেশ

কংস কারায় বন্দিনী ওকে— বক্ষে পাষাণ ভার,
চক্ষেতে ঝরে ঝর ঝর ঝর উষ্ণ রুধির ধার ;
পরিধানে শত ছিন্ন মলিন রুধির-সিক্ত বাস,
শত শৃঙ্খল সর্ব্ব অঙ্গে পরায়েছে নাগপাশ ;
ভীষণ প্রহরী সবলে দু'হাতে কণ্ঠরুদ্ধ করে'
শূন্য করেছে সর্ব্ব অঙ্গ মণি আভরণ হরে'।

এ তোর জননী—স্বর্গ হইতে গরীয়সী—তোর দেশ,
পরেছে কংস-পাষাণ-প্রাচীরে 'চির-বন্দিনী' বেশ।

ধ্বংসমুখী

পাঞ্চজন্যে দেনারে ফুঁ
উড়ি'য়ে দিয়ে রক্ত-নিশান,
গর্জ্জে উঠুক প্রলয় মেঘে
মৃত্যু-জয়ী ভোলার বিষাণ,
থাকিস্ নে আর আঁধার ঘরে
শৃঙ্খলেরি বাঁধন মাঝে,
রক্ত-মদে মাতাল হ'য়ে
আয় না সেজে রুদ্র সাজে।
জ্বালরে আগুন রক্ত চোখে
ফেলিস্ নে আজ অশ্রুধার ;
ঝন্ ঝনিয়ে পড়ুক খসে
কারাগারের সিংহদ্বার।
কেউ যদি আজ না হয় সাথী,
মরণকে আজ দোসর কর,
ঝড়ের মেঘের রক্ত-রঙে
বিজয় নিশান তুলে ধর।

মথন করে’ সপ্ত-সাগর
শিবকে আর দিস্‌নে ‘সুধা’,
মরণ পথের পথিকের আজ
মিটিয়ে দেরে প্রাণের ক্ষুধা।
কালিদহের কাল জলে
ফণার উপর নৃত্য কর,
ধ্বংসমুখী সাথীর মুখে
বিষের বাটী তুলে ধর।
দেখিস্‌ তখন শিরায় শিরায়
রক্ত-আগুন উঠ্‌বে নেচে,
‘লখার’ কঙ্কালেরি মালা
ভেলার ’পরে উঠ্‌বে বেঁচে।

বাঁচার চেয়ে মরণ তখন
বরণ করে’ নেবে সবে,
বিশ্ব বুকে বাঁচতে হ’লে
মরার মত মরতে হবে।

আবাহন

এস মা বঙ্গে বঙ্গজননী নন্দিত করি' ভক্তগেহ,—
অঞ্চল ভরি আন মা শান্তি—অন্তর ভরি আন মা স্নেহ,
সঞ্চিত পাপ দুঃখ দৈন্যে আজিকে বঙ্গ ভক্তিহারা,
ছুটুক পুণ্য পরশে তোমার মর্ত্ত্যে অলকনন্দা ধারা,
অলক্ত-রাঙ্গা চরণ পরশে ধন্য হইবে বঙ্গ-প্রাণ,
গৃহপ্রাঙ্গনে আসিবে শান্তি, কণ্ঠে ফিরিয়া আসিবে গান।

তুলসী মঞ্চে বহুদিন কেহ জ্বালেনি সন্ধ্যাপ্রদীপ খানি,
শুনেনি বঙ্গ অঙ্গন তলে খোল করতালে ভক্তবাণী ;
মাঠে ঘাটে বাটে উদাস কণ্ঠে শুনেনি পল্লী বাউল গান,
মর্ত্ত্যলোকের বন্ধন ভুলে কাঁদেনি সরল কৃষক প্রাণ ;
পূত গঙ্গা পরশে 'মুক্ত' করেনিত কেহ মন্দির তল,
অঞ্জলি সাথে অর্ঘ্য সাজায়ে দেয়নি তপ্ত আঁখির জল।

মঞ্জুষা

পুষ্প আজিকে বঞ্চিত মধু দোয়েল কোয়েল কণ্ঠহারা,
ফুল সম্ভারে সাজেনা বঙ্গ-কুঞ্জ-কানন স্বর্গপারা,
বঙ্গের নদী তড়াগে রঙ্গে ফোটেনা কুমুদ কহ্লার হাসি,
পুঞ্জ পুঞ্জ ভৃঙ্গ মাতিয়া গুঞ্জনভরে বসে না আসি,
খঞ্জন আর ভঙ্গিমা ভরে নৃত্যে মাতিয়া করে না খেলা,
বঙ্গ মায়ের অঙ্গে বসে না স্বর্গ-শিশুর স্বপ্ন-মেলা।

তুমি এলে ফিরে বঙ্গের রাণী স্বর্গ সুষমা আসিবে ফিরে,
দুলিবে শুভ্র কাশের গুচ্ছ কল কল্লোল তটিনী তীরে,
বন কান্তারে মন্দার যূঁথি কুন্দ করবী উঠিবে ফুটে',
স্বপ্ন-লোকের বার্ত্তা বহিয়া স্নিগ্ধ জ্যোছনা পড়িবে লুটে',
শ্যামল শষ্পে শস্যক্ষেত্রে হাসিবে আবার পল্লীরাণী,
তুমি এলে ফিরে' চাহিনা স্বর্গ—বঙ্গ মোদের স্বর্গ মানি।

তুমি এলে ফিরে' শ্মশান বঙ্গে রক্তকমল উঠিবে ফুটে',
ভক্ত-হৃদয়-রঞ্জিত রঙে চরণে তোমার পড়িবে লুটে,'
চক্ষের কোণে অশ্রু ঝরিবে, বক্ষে নাচিবে রক্তধারা,
জগৎ দেখিবে শঙ্কিত প্রাণে নহে ত আমরা মাতৃহারা।
আয় মা বঙ্গে শান্তিরূপিণী শক্তিরূপিণী আয় মা ফিরে',
সপ্তকোটি সন্তান তব ভাসিবে কি আজো অশ্রুনীরে!

পল্লী-চিত্র

আয়না কবি দেখবি তোরা তোদের সাধের 'পল্লীরাণী'—
বট পাকুড় আর বেনুবনে বেতস-ঘেরা অঙ্গ খানি,
এঁদো পুকুর পানায় ভরা, কিল্ বিলিয়ে পোকা নাচে,
সকল ভিটাই শ্মশান মরু, কয়েক প্রাণী আজো বাঁচে ;
পাঁজরা ফুঁড়ে' হাড় কখানি যায় যে গোণা নিরন্তর,
এরাই যে গো পল্লীবাসী, বাঙ্গলা দেশের বংশধর,
বাপ্ পিতামো'র বাস্তুভিটা আজো এরা কামড়ে আছে,
পল্লী—তোরা করিস্ ঘৃণা—স্বর্গ সে যে এদের কাছে !

পূজার সময় বাড়ী বাড়ী উঠ্ত বেজে সানাই বাঁশী
নহবতের করুণ সুরে মিশ্তো সবার প্রাণের হাসি,
রথতলাতে রথের দিনে বস্তো তাদের ছোট্ট 'মেলা',
দোলের দিনে প্রাণটি খুলে করতো তা'রা রঙ্গের খেলা,
নদীর ধারের বটতলাতে করতো তারা 'চড়াই ভাতি',
'গার্সী' দিনে খেলায় মেতে জাগত তারা সারারাতি ;—
সে সব কথা স্বপ্ন আজি কোন্ বিধাতার অভিশাপে,
বাঙ্গলা পুড়ে' ছাই হয়েছে—আর কারো নয় মোদের পাপে

কোথায় বা সে 'ধানের গোলা', কোথায় বা সে 'গোলাবাড়ী',
গোয়াল ভরা ছিল গরু—দুধ ঘিয়েরি ছড়াছড়ি,
শস্য-শ্যামল ছিল যে মাঠ—নদীর বুকে স্বর্গ-সুধা,
দেশ বিদেশের ভিখারীদের মিটিয়ে দিত তৃষ্ণা ক্ষুধা।
সন্ধ্যা হ'তেই মন্দিরেতে শঙ্খ ঘণ্টা উঠ্‌তো বেজে,
তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বেলে করতো প্রণাম—স্বর্গ সে যে !
কামার কুমার কায়েত বামুন তাঁতি জোলা ছিল যে ভাই,
কার শাপেতে এমন ক'রে বাঙ্গলা পুড়ে' হয়েছে ছাই !

নদীর বুকে 'চর' জেগেছে, নাই সে সুধার জলধারা,
শস্য বিহীন মাঠ যে ধূ ধূ রয়েছে পড়ে' শ্মশান পারা ;
ছোট্ট ছেলে তার ও বুকের হাড় ক'খানি গোণা যায়,
ঐ পুকুরের 'সুধা-বারি' পান করে সে পিপাসায়,
পেট পুরে' সে পায় না খেতে সহ্য করে উপবাস ;—
বঙ্গদেশের ভবিষ্যতের করিস্‌নে আর সর্ব্বনাশ।
এদের বুকে টেনে নিয়ে ক্ষুধায় দুটো অন্ন দে,
শিক্ষা দিয়ে জাগিয়ে তোল্—এদের ঘৃণা করিস্ নে।

রোজ সকালে লাঙ্গল কাঁধে ছোটে এরা মাঠের পানে ;
পরাণ খুলে উদাস সুরে মাতে এরা 'ভাটে'ল গানে',
ছোট্ট কাপড় পরে' এরা, ময়লা গামছা দিয়ে কাঁধে,
রাখ্‌তে যায় যে নিমন্ত্রণ ; সরল প্রাণে হাসে কাঁদে,
প্রতিবেশীর সুখের দিনে কোমর বেঁধে কাজে লাগে,
দুখের দিনেও বুক ফুলিয়ে আসে এরাই সবার আগে,
'সরলতা' হারিয়েছ যা সভ্যতারি স্পর্শে আসি,
হাস্য মুখে শিক্ষা কর এদের পায়ের তলায় বসি।

এদের বুকের রক্ত চুষে তোরা থাকিস্‌ রাজার হালে,
জলকষ্টে মরক লেগে মরে এরাই পালে পালে ;
'মটর গাড়ী' হাঁকিয়ে এসে পরিশ্রমে পড়িস্‌ লুটে,
সারাটা দিন 'লাঙ্গল ঠেলে' এদের মুখে রক্ত উঠে ;
বুক ফেটে যায় পিপাসাতে এদের পেটে অন্ন নাই,—
এরা তোদের অন্নদাতা, এরা তোদের আপন ভাই ;
রাখিস্‌নে আর আঁধার মাঝে, জগত-সভায় তুলে ধর,
জীবন মরণ সুখে দুখে তোদের চিরসাথী কর।

আহ্বান

তুমি যে আজ ডাক্ দিয়েছ
ছেড়েছি তাই ঘর,
চিনেছি আজ কে যে আপন
কে যে আমার পর।
তরুর শাখে পাখীর মেলা,
ছায়ায় করে রাখাল খেলা,
গ্রামের বুকে ঘুমায় বেলা,
এই ত আমার ঘর,
চিনেছি আজ পথের মাঝে
কে যে আপন পর।

এই যে আজি হিজল গাছে
ফুলের মাতামাতি,
শ্যামল ঘাস দিয়েছে আজ
বুকের আসন পাতি।
দূর গ্রামের ঐ শীতল ছায়া
রচে'ছে আজ স্বপন-মায়া,
দোয়েল শ্যামা ঘুঘু ডাকে
স্নিগ্ধ মধুর স্বর ;
এরাই যে আজ বড় আপন
আর যে সবাই পর।

বর্ত্তমান ভারত

শতকরা নব্বই লোক যে গো অন্ধ,
আজো চোখ ফোটে নাই—কারাগারে বন্ধ ;
কংগ্রেসে খিলাফতে গলা ফাটে বক্তার,
এ-লে, বি-এ কয়টি ? উকিল ও ডাক্তার।
কেরাণীর দল যে গো ক্ষুব্ধ ও খিন্ন,
বুকে লেখা রহে নিতি প্রভু-পদ চিহ্ন,
এই নিয়ে গর্ব্বে—ফেটে পড়ে বুক্‌টা,
দুই এক 'খেলাতেই' হেসে ওঠে মুখ্‌টা।

পল্লী যে মরুভূমি, ভিটা মাটি শূন্য,
আজি তার এই দশা—করেছে কি পুণ্য !
শিক্ষার অভাবেতে—মূক কালা অন্ধ,
চিরদিন যে গো তার সব দিক বন্ধ ।
সমাজেতে উঁচু নীচু,—ভাই ভাই ভিন্ন,
বিকারের রোগী এ যে—মরণের চিহ্ন !
হাড়ি মুচি ডোম আদি আশিজন শূদ্র,
তারা যে গো ভারতের ঘৃণ্য ও ক্ষুদ্র ।

খনা, গোপা, গার্গী—আজি তারা অন্ধ,
হেঁসেলের কোণে যে গো চিরতরে বন্ধ,
খসে পড়ে পূঁজ ঝরে—ক্ষত সারা অঙ্গ,
সমাজের পচা গায়ে—অপরূপ বঙ্গ !
বাঁদরের হাবভাব নিয়ে তোর ফল কি ?
বেদ, গীতা, কোরাণের বল চেয়ে বল্ কি ?
হিঁদু আর মোছলেম—দুই ভাই ভিন্ন,
'ঘর-ভাঙ্গা' কথাতেই—মরণের চিহ্ন !

'ব্যাবিলন', 'অ্যাসেরিয়া' ছিল কভু মর্ত্ত্যে
আজি তারা স্বপ্ন যে,—বিস্মৃতি গর্ত্তে!
ভারতের ভাগ্য কি হবে চির-লুপ্ত ?
বেদ গীতা ধরা বুকে হবে চির-গুপ্ত ?
শ্রুতি, স্মৃতি, রামায়ণ, ব্রাহ্মণ ও তন্ত্র,
জগতের কাণে দেবে মুক্তির মন্ত্র ;
রীতি, নীতি ধর্ম্মেও গর্ব্বিত বিশ্ব
হবে হবে একদিন ভারতের শিষ্য !

ঐ দেখ পূরবেতে উঠে নব সূর্য্য,
সাজ্ সাজ্ বাজা তোরা বিজয়ের তূর্য্য ;
ভাঙ্গ্ ভীতু ভেঙ্গে ফেল্ মোহ-কারা দুর্গ,
আজো কিগো র'বি ভবে অন্ধ ও মূর্খ ?
ক্রন্দন রেখে দিয়ে—আঁখি কর রুদ্র,
অপমান করে যারা—হবে তারা ক্ষুদ্র,
জগতের তুই যে গো কোহিনূর রত্ন,
বিশ্বের মুকুটেতে তোর হবে যত্ন।

নারীর স্থান

তুমি ব্রাহ্মণ,—কর পবিত্র সিঞ্চিয়া স্নেহ-বারি,
ক্ষত্রিয় তুমি—তুলে দাও হাতে কর্ম্মের তরবারি,
তুমি যে বৈশ্য—পালিছ বিশ্ব বক্ষ-রক্ত দানে,
শূদ্র তুমি যে—যতনে সেবিছ পৃথ্বীরে প্রাণপণে,
তুমি আদিমাতা, আদিগুরু তুমি, জীবন করেছ দান,
নিখিল বিশ্ব মনে প্রাণে জানে—কোথায় নারীর স্থান

সমাজ ও মনুষ্যত্ব

ব্রাহ্মণ চলিছে পথে—দেখে বড় ভীড়,
সর্পের দংশনে এক ধাঙ্গড় অস্থির ;
তাড়াতাড়ি পৈতা ছিঁড়ি কঠিন নিগড়
গড়িল চরণে,—তাই বাঁচিল ধাঙ্গড়।
সমাজ বলিল—'ছিঁড়ি যজ্ঞ উপবীত
ছুঁয়েছ ধাঙ্গড়ে তাই করিনু 'পতিত'।
মনুষ্যত্ব হেসে তারে তুলে নিল বুকে,
আনন্দে ব্রাহ্মণ নাচে স্বরগের সুখে।

পল্লী মঙ্গল

স্নিগ্ধ শ্যামল পল্লী আমার
পরাণ যে তাই ভালবাসে,
যেথায় ফোটে কুন্দ কমল,
চামর দোলে শুভ্র কাশে,
বিলের স্ফটিক স্বচ্ছজলে
নিত্য যেথায় মুক্তা ফলে,
যাহার সোনার আঁচলখানি
ছড়িয়ে পড়ে শ্যামল ঘাসে,
সেই সে সোনার পল্লী আমার
পরাণ যে তাই ভালবাসে।

চাই যে তাহার স্নিগ্ধ ছায়া
    পরাণ যে তাই ভালবাসে,
যেথায় রোগা শীর্ণ কৃষক
    দুপুর রোদে লাঙ্গল চষে ;
যাহার অশথ ছায়ায় আসি
রাখাল খেলে, বাজায় বাঁশী,
ক্লান্ত পথিক ঘুমিয়ে পড়ে’
    স্বপ্নে সরল হাসি হাসে ;
সেই সে সোনার পল্লী আমার
    পরাণ যে তাই ভালবাসে।

সেই সে সোনার পল্লী আমার
    পরাণ নিতুই ভালবাসে,
কৃষক বধূ দিনের শেষে
    নদীর ঘাটে ‘জল্‌কে’ আসে ;
মাটীর কলস কক্ষে করে’
হাত দুলিয়ে গর্ব্ব ভরে
পথ পানে চায় ঘোমটা আড়ে
    কৃষক যেথা ‘আ’লের’ পাশে ;
সেই সে মধুর পল্লী আমার
    পরাণ নিতুই ভালবাসে।

শান্ত শ্যামল পল্লী যে গো
নিভুই পরাণ ভালবাসে,
রূপকথা কয় কৃষক বধূ
নিত্য যেথা দাওয়ায় বসে'।
কৃষক মাতি'—ভাটে'ল গানে
কাঁদে কেন সেই তা জানে,
সুখ দুখের খেলা খেলি'
যেথায় মাটীর বুকে মেশে ;—
সত্য যেগো নিত্য তারি
পরশ পরাণ ভালবাসে ;

সেই সে সরল পল্লীবুকে
মরতে পরাণ ভালবাসে,
শেষক্ষণে হায় ! লুটাই যেন
এদের পায়ের তলায় এসে।
হিজল বকুল পড়্‌বে ঝরে'
আমার শেষের শয্যা'পরে,
চাইনে আমি মস্ত মিনার—
মরণেও যে গর্ব্ব আসে,
মরতে যেন পারি আমি
পল্লী মায়ের বুকে এসে।

শীতশ্রী

স'র্ষে ফুলের জরির আঁচল
লুটিয়ে পড়ে পায়,
দাঁড়িয়ে কে আজ মাঠের মাঝে
সাঁঝের আঁধিয়ায়।
কুয়াসার ঐ ওড়না খানি
কে নিয়েছে মাথায় টানি',
কে পরেছে জরদা জরির
হরিৎ আঁচল গায়।

ছায়াপথের মুক্তামালা
কে পরেছে গলে,
কার ভালে ঐ সন্ধ্যাতারার
টীপ্‌টি উঠে জ্বলে' ;
কোন্ রূপসী লক্ষ্মীরাণী
ফেলেছে আজ চরণখানি,
স্বর্গ হ'তে ফেরার পথে,
শীতের কুয়াসায়।

বুদ্ধদেব

সেদিন 'লুম্বনী বনে' না জানি কি মহা মহোৎসব,—
উঠেছিল বিশ্ব বুকে, ছুটেছিল শাশ্বত সৌরভ,
এসেছিল নেমে হেথা স্বর্গ হ'তে দীপ্ত স্নিগ্ধ শিখা,
ভারত ললাটে লিখি বিশ্বজয়ী দৃপ্ত রাজটীকা !

দেববালা স্বর্গ হ'তে গাঁথি লক্ষ নক্ষত্রের মালা,
জ্যোছনা অঞ্চল বাসে আবরিয়া বরণের ডালা
দাঁড়াইয়া বিশ্বদ্বারে,—হাতে নিয়ে স্নিগ্ধ ছায়াপথ
মুগ্ধ নেত্রে চেয়েছিল—হেরি তব আলোকের রথ।

সেদিন সে যাত্রা তব দিকে দিকে শঙ্খধ্বনি করে'
জানা'ল বিশ্বের দ্বারে—বিশ্বনাথ তোমাদেরি তরে
এনেছে বহিয়া তার প্রেমস্নিগ্ধ শান্তিময় প্রাণ
তোমারে বিলায়ে দিতে, চাহিবেনা কোন প্রতিদান

তারপর ছিঁড়ি' ফেলি' দৃঢ় হস্তে মুগ্ধ মায়াপাশ,
ফেলি' দূরে সিংহাসন পরি' চির-ভিক্ষুকের বাস,
এনেছিলে ভাণ্ড ভরি'—প্রাণ-সিন্ধু করিয়া মন্থন,
আজো তাই জগতের চির কাম্য অন্তরের ধন।

কোথা আজি বিম্বিসার, কোথা সেই দীক্ষিত ভারত,
তিব্বতে, জাপানে, চীনে, ব্রহ্মদেশে চালাইল রথ,
সম্ভ্রমে নমিল সবে,—গর্ব্বোন্নত শির নত করি',
অর্পিল চরণে তব অঞ্জলি পূরিয়া দিয়া 'চিত্ত' অর্ঘ্য ভরি।

কোথা সে কপিলাবস্তু, কোথা তব পিতা শুদ্ধোদন,
কোথা সেই ভারতের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রমণ,
কোথা সেই শীলভদ্র, ধর্ম্মপাল, জিনমিত্র, কোথা দীপঙ্কর,
কোথা আজি সারনাথ—কোথা আজি নালন্দা বিহার !

হে রাজ তপস্বী ! তব সর্ব্বজয়ী দৃপ্ত রথ তলে
অবাধে সমাজগণ্ডী চক্রচিহ্নে গিয়েছিলে দলে',
স্ফীত বক্ষে বলেছিলে,—'শুদ্ধ তুমি, বুদ্ধ তুমি, তুমি যে মহান্,
আত্মারে করিয়া শুদ্ধি পাবে পাবে সে চির-নির্ব্বাণ'।

তব 'ত্রিপিটক্' আজো ভারতের ভগ্ন স্তূপ 'পরে
'শিলালিপি' বুকে আছে ভারতের অন্তরে অন্তরে,
আজিও রয়েছে যাহা নহে তাহা শুধু ভারতের—
তোমার চরণ-চিহ্ন সে যে ওগো নিখিল বিশ্বের।

দেশবন্ধুর বিয়োগে

কেমন করে' সইবে বল,—কেমন করে' সইতে পারি,—
ছেড়ে গেছে আজ্‌কে যে গো ভারতবাসীর চিত্তহারি।
দেশের প্রিয় 'বন্ধু' ছিলে—বঙ্গমায়ের মুকুটমণি,
বঙ্গদেশের এই ধূলিতেই জন্মেছিল হীরকখনি।
লাভালাভের জমা খরচ আপন হাতে ফেল্‌লে ছিঁড়ে',
বঙ্গমায়ের করলে পূজা নিজের হাতে বক্ষ চিরে।
রাজার রাজা ছিলে তবু ভিখ্‌ মাগিলে দেশের তরে,
তোমার তরে ভারতবাসীর নয়নে আজ অশ্রু ঝরে।
ভারতবাসীর শৃঙ্খল-ভার হাস্য মুখে কণ্ঠে নিলে,
সাজলে যোগী, তাপস, ত্যাগী,—সঞ্চিত ধন বিলিয়ে দিলে,
অত্যাচারীর অস্ত্র তোমার কারাগৃহে আন্‌লে টানি',
গর্ব্ব তাদের খর্ব্ব হ'ল চরণতলে অর্ঘ্য দানি';
ঝন্‌ঝনিয়ে পড়ল খসে—মুক্ত হ'লে বিশ্বমাঝে,
বুঝ্‌ল শেষে—স্বাধীন যে গো বন্দী করা তা'র কি সাজে;
শিখালে এই ভারতবাসীর মুক্তি পথের মন্ত্র-সুধা,
মর্ম্মে তাদের আঘাত হেনে, জাগিয়ে দিয়ে মুক্তি-ক্ষুধা।

রুদ্র তুমি নয়ত শুধু—প্রাণের মধু ফল্গু-ধারা
বাগ্‌দেবীর ঐ আসন তলে নামল ভাঙ্গি বক্ষ কারা,
তোমার শুধু কাব্য-ধারা রাখ্‌তো তোমায় অমর করে',
ধন্য হ'ত বঙ্গবাসী তোমার বাণী বক্ষে ধরে'।
বীণাপাণি আপন হাতে কণ্ঠে জয়ের মাল্য দিল,
লক্ষ্মীদেবীর স্বর্ণঝাঁপি তোমার তরে মুক্ত ছিল,—
তবু তুমি যোগী বেশে পাগলা ভোলার বিষাণ হাতে
ঘুরেছিলে মুক্তি-কামী এই ভারতের পথে পথে।
এক হাতে হায় শ্যামের বাঁশী, শ্যামার অসি অন্য করে,
বক্ষে যখন অগ্নিজ্বালা, চক্ষে তখন অশ্রু ঝরে,
মায়ের স্নেহ বুকের মাঝে, দেশের লাগি সর্ব্বহারা,
পরের লাগি এমন করে' ঢেলেছে কে পীযূষ ধারা,
রাজনীতির ঐ 'চক্রব্যূহ' ভাঙ্গলে তুমি বুদ্ধিজালে,
চূণ কালীর হায় রং ফলালে তাদের যুগ্ম শুভ্র গালে।

হায় সারথি! আজকে কোথা অসময়ে যাচ্ছ চলে,
তোমার তরে বঙ্গ তোমার ভাস্‌ছে আজি অশ্রুজলে।

ব্রাহ্মণ

এস ব্রাহ্মণ ! যুগ-পুরোহিত ! এস ভারতের যজ্ঞ-ভূমে,
সার্থক হ'বে নিখিল ভারত তোমার চরণ চিহ্ন চুমে,
আজি এনো নাকো ভিক্ষার ঝুলি বহি বিশীর্ণ স্কন্ধ 'পরে,
আন তান্ত্রিক তন্ত্র-সিদ্ধ খর খর্পর যুগ্ম করে।
দুঃখের বাণী শুনায়োনা আর শুনাও বোধন-মন্ত্র-গীতি,
শুনাও ভারতে'তোমরা মানুষ'—আছে তোমাদের অমর স্মৃতি,
আন শাশ্বত বেদ বেদান্ত উপনিষদের দীপ্ত বাণী,
মানিবে বিশ্ব নত করি' শির বিশ্ব-পিতার আদেশ মানি।

নিয়ে এস আজ দাবানল দাহ—বাড়বাগ্নির অগ্নি জ্বালা,
কণ্ঠে পরিয়া রুদ্র ভীষণ করালকালীর মুণ্ডমালা,
মহাকাল আজ ঘুমে অচেতন, ডাকিনী যোগিনী শক্তিহারা,
তুমি এস আজ শক্তি-সাধক ! ঘুম ভেঙ্গে জাগি উঠুক তারা।
নিয়ে এস আজ দধীচির প্রাণ, অস্থি খুলিয়া বজ্র গড়ে',—
নিয়ে এস আজ ঋষি দুর্ব্বাসা—তব রোষাগ্নি চক্ষু'পরে,
কোথা চাণক্য কোথা তুমি আজ—আন ভারতের গুপ্ত-নীতি,
জাগাও চেতনাবিহীন ভারতে—অতীতের শত পুণ্য-স্মৃতি।

এস ব্রাহ্মণ ! তপোবনে ফিরে'—জ্বালাও হোমের বহ্নি-শিখা,
দাও ভারতের ললাটেতে পুনঃ যজ্ঞ ঘৃতের 'শান্তি টিকা' ;
আশ্রম গড়ি' তুলি পুনরায় গঙ্গা যমুনা সরযূ তীরে—
কর তর্পণ বালারুণ দ্যুতি প্রাণের অর্ঘ্যে অশ্রুনীরে,
বস পুনরায় তরুছায়া তলে শিষ্য স'মুখে দর্ভাসনে,
অতীত ভারত তপোবন স্মৃতি তোমারে হেরিয়া পড়িবে মনে ;
কুরবক শাখা শিরেতে তোমার করিবে পুষ্প অর্ঘ্য দান,
বিশ্বের ব্যথা তুচ্ছ করিয়া গাহ পুনঃ সামস্তোত্র গান।

আন ব্রাহ্মণ ! ত্যাগ, তিতিক্ষা, হিন্দুর চির সাম্য নীতি,
পশুপক্ষী কীট পতঙ্গে বিশ্বের জীবে—বিশ্ব-প্রীতি ;
শূদ্র ভ্রাতারে ক্ষুদ্র করিয়া রেখোনা সমাজ চরণ তলে,
ধুয়ে মুছে তারে লও বুকে তুলে প্রেমের তপ্ত অশ্রু জলে,
ক্ষত্রিয়ে দাও কর্ম্মে দীক্ষা,—বৈশ্যের হও মন্ত্র-গুরু,—
মুঞ্জরী পুনঃ উঠিবে ভারতে পুষ্পিত নব কল্পতরু।
আদি মানবের পুরোহিত !   গড় নব আদর্শে ভারত ভূমি,
নিখিল জগত নত করি শির সার্থক হবে চরণে নমি।

শূদ্র

কে বলে শূদ্র ঘৃণ্য ক্ষুদ্র—কে বলে জগতে তুচ্ছ তারা,
বহায়েছে যারা মর্ত্ত্যের বুকে স্বর্গ-অলকনন্দা ধারা !
সমাজের ঘৃণা অপমান-ভার নিয়েছে নিজের বক্ষ'পরে,
শত শতাব্দী পদাঘাত সহি' সেবিছে নিত্য যুগ্ম করে।
দুঃখ করেছে জীবনের ব্রত—সমাজের সেবা উচ্চ কাজ,—
তাদের রাখিয়া চিরদিন দূরে—তোমরা হয়েছ পূজ্য আজ ;
তারা যে 'মানুষ' ভুলে গেছ হায়! ভেবেছ কৃপার পাত্র তারা,
সমাজের মাঝে তারা আশিজন—ঘৃণ্য ক্ষুদ্র তুচ্ছ যা'রা।

তোমার পুরীষ ভাণ্ড বয়েছে আপনার শির উচ্চ করি',
ধন্য মেনেছে তুচ্ছ জীবন তোমার পাদুকা বক্ষে ধরি' ;
সূতিকা গৃহে শূদ্রাণী তব প্রথম দুগ্ধ করেছে দান,
মুগ্ধ করেছে বিশ্ব নিখিল স্নেহের সলিলে করা'য়ে স্নান।
লঙ্ঘিয়া গিরি মথিয়া সিন্ধু রত্ন এনেছে তোমার তরে,
সাজায়েছে তব মন্দির মঠ দেহ মন প্রাণ অর্ঘ্য ক'রে,
অশোকস্তম্ভে, ভুবনেশ্বরে, আজিও তাদের চিহ্ন আঁকা,
শিলালিপি বুকে, পাটলীপুত্রে, শূদ্রানী-স্মৃত বহ্নি রেখা।

মন্দির গড়ি' দূরে স'রে গেছে,—নিষেধ আজ্ঞা তাদেরি তরে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু সাক্ষীগোপাল গড়েছে যে তারা আপন করে,
তাদের শিল্পী কল্প-লোকের বিশ্ব-রাজারে সৃষ্টি করি',
সাজায়ে দিয়েছে রক্ত মাংসে শূদ্র-হৃদয় অর্ঘ্যভরি',
কে বলে তাহার 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' ব্রাহ্মণ নিজে করেছ তুমি,
তুমি যে নিয়েছ শূদ্র-সৃষ্ট বিশ্ব-রাজারে আদরে চুমি ;
মন্দির মঠ নিজহাতে গড়ি', দুয়ারের কোণে ভিখারী সাজি,
বিশ্ব-ঘৃণ্য ক্ষুদ্র শূদ্র ছল ছল চোখে রয়েছে আজি।

বিশ্বের সেবা ঘৃণ্য যদি রে—দেব নারায়ণ ঘৃণ্য তবে,
বুদ্ধ ঈশা আর শ্রীচৈতন্য তোমাদের 'ন্যায়ে' ঘৃণ্য হবে,
সমাজ সেবক বিশ্বের বুকে পেয়েছে—পেতেছে উচ্চমান,
শুধু ভারতের সেবক শূদ্র চির অবহেলা পেয়েছে দান।
আদরেতে তারে তুলে নেনা বুকে, পদাঘাতে আর
রেখোনা দূরে,
দেখিবি বিশ্ব বিস্মিত হ'বে, দেবতা হাসিবে স্বর্গ-পুরে,
'শক্তি' আসিয়া আপনার করে পরা'বে প্রেমের মাল্য গলে,
মদগর্বিবত নিখিল বিশ্ব লুটিবে ভারত চরণ তলে।

পল্লী-স্মৃতি

বহুদিন পরে এসেছি আবার পল্লীর বুকে ফিরি,
শত মধুময় বাল্যের স্মৃতি নাচিছে আমারে ঘিরি।
মনে পড়ে এই তটিনীর তটে, অশথের ছায়ে আসি'
পথিক ভুলিত পথের ক্লান্তি, রাখাল বাজাত বাঁশী ;
সেই ছায়ে আজ আমিও পথিক,—আমিও অচেনা আজ,
পরিয়া এসেছি সহর হইতে অপরূপ নব সাজ,
তাইত চেনেনা গ্রামের যতেক আপনার প্রিয়জন,
চেয়ে রয় মোর মুখপানে মেলি বিস্মিত দু'নয়ন।

মনে পড়ে এই বিলের স্নিগ্ধ ফটিক-স্বচ্ছ জলে,
ঝাঁপা'য়ে পড়েছি গ্রীষ্মের দিনে খেলিয়াছি কুতূহলে,
পিতার শাসন মাতার তাড়না সকলি তুচ্ছ করি'
নৌকা বাহিয়া কচি পানিফল আনিয়াছি ডালা ভরি'।
শাফ্‌লা তুলিয়া পরম যতনে মালা গাঁথিয়াছি সুখে,
নিজ হাতে গড়া শিল্প-মাধুরী দোলায়েছি নিজ বুকে।
সে দিনের দাগ নিকষের বুকে আজিও রয়েছে লেখা,
আজি সেই ব্যথা রাঙা হ'য়ে দিল মানসের পটে দেখা।

মনে পড়ে এই আমগাছ তলে সকল বন্ধু জুটি',
এনেছিনু পেড়ে কচি কচি আম নানা গাছ হতে লুটি',
কচি কলাপাতে কুচি কুচি করি'—নব কাসন্দ মাখি',
পরমানন্দে হাত পাতি নিয়ে দেখিতে লাগিনু 'চাখি',
কোথা হতে হায় ! গাছের মালিক 'বুড়ি' এল স্বর তুলি,
যে যাহার মত দিনু 'চম্পট'—চাকু, জুতা গেনু ভুলি,
সন্ধ্যা আঁধারে ভয়ে ভয়ে এনু দুয়ারের কোণে ফিরি',
সে দিনের সে স্মৃতি যে আজিকে নাচিছে আমারে ঘিরি'।

মনে পড়ে এই কুল তলে আসি পুঁথি সাথে মুড়ি নিয়ে,
মুড়ি খাওয়া সাথে—চলিয়াছে পড়া রৌদ্রে পেছন দিয়ে,
কখন যে পড়া থামিয়া গিয়াছে গল্পের জোর বানে,
কোন্ স্বপনের রাজ্যে চলেছি কোন্ জোয়ারের টানে।
হঠাৎ দেখিনু আসিতেছে দূরে বড়মামা ছাতা হাতে,
অমনি পড়ার ধূম পরে' গেল 'বোধোদয়' 'ধারাপাতে'।
আজিও সে গাছ অতীত দিনের সাক্ষী হইয়া আছে,
তাই এ যে মোর সোনার গোকুল—স্বর্গ আমার কাছে'।

মনেপড়ে হেথা নন্দোৎসবে—কাদা মাখিবার ধূম,
সারারাত জাগা 'গারসীর দিনে' চক্ষে নাহিক ঘুম,
মনে পড়ে এই অশথের ছায়ে 'ডাণ্ডা গুলির' খেলা,
মনে পড়ে হেথা 'চড়ক পূজায়' গ্রামের ছোট্ট মেলা,
মনে পড়ে এই পাঠশালা ঘরে কলাপাতে লেখা শেখা,
কতশত ছবি রাঙ্গা হয়ে বুকে দিতেছে আজিকে দেখা।
অতীতের সে উৎসব নাই—পল্লী শ্মশান পারা,
শ্রীহীন পল্লী—সকলি রয়েছে—কেবল লক্ষ্মী হারা।

শূন্য ভিটার প্রাঙ্গণে আজো নিতি কত ব্যথা সহি'
শুষ্ক শীর্ণ কঙ্কাল তার দেহখানি আজো বহি'
কয়েকটি প্রাণী বুকে করে' আছে অতীত যুগের বাণী,
অনাহার আর মরক নিয়েছে আপনার শিরে টানি'।
সহরের মায়া মরীচিকা ফেলি ফিরে' আয় দলে দলে,
আজি তাহাদের শিক্ষিত কর নূতন মন্ত্র বলে।
পল্লী জননী অধরেতে পুনঃ উঠিবে যে হাসি ফুটে,
সন্তান তার ধন্য হইবে চরণ প্রান্তে লুটে।

ভুবনেশ্বর

হে অতীত ! তুমি জান সাক্ষী চিরকাল,
কোথা আজি ধর্ম্মপ্রাণ সেই নরপাল,
লিখেছে বুকের রক্তে মন্দির শিখরে,
কালের ললাটে হেথা—ধর্ম্মের অক্ষরে।
আজো তাহা মুছে নাই আছে চিরস্থির,
স্তম্ভিত করিছে তাহা গর্ব্বিত অধীর
বিদেশীর প্রাণ। ধ্বংসের কুঠার হস্তে
আসিয়াছে দর্পিত যবন, সে যে ত্রস্তে
গেছে ফিরে', রাখি শুধু দুটি কৃষ্ণ রেখা
মন্দির প্রাঙ্গণে। এ চিহ্ন যে র'বে লেখা
বহি'তার কলঙ্কিত অন্তরের ছবি
বিশ্ব-ইতিহাস মাঝে। অস্ত যায় রবি—
এমনি সে গেছে হায় ! গেছে কতদিন
তুমি শুধু হও নাই—হবে না বিলীন।

পুরী

মহামানবের মিলন ক্ষেত্র হে মহাতীর্থ পুরী
আসিয়াছি তব চরণ-প্রান্তে কত না তীর্থ ঘুরি',
বেদ-বেদান্ত পারেনি'ক যাহা তুমি যে করেছ তাই,
প্রীতির চিহ্ন রাঙা রাখী হাতে বাঁধিয়াছ ভাই ভাই,
কাশ্মীর কাশী গুর্জ্জর আর সুদূর ত্রিবাঙ্কুর—
মান্দ্রাজ আর বোম্বাই সাথে গাহিছে মিলন-সুর,
মহা-ভারতের পরম তীর্থে আসিয়াছে তারা ছুটে'
তোমার চরণ প্রান্তে বসিয়া 'প্রসাদ' নিতেছে লুটে।

জগতের নাথ ধরিয়াছে হেথা 'জগন্নাথের' রূপ
বলে তোরা সবে ছুটে আয় হেথা ফেলিয়া 'অন্ধকূপ',
শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব আর গণপতি উপাসক
দেখিবি হেথায় মহামানবের মিলনের উৎসব!
এত নহে ছোট গণ্ডীর মাঝে হাবুডুবু খেয়ে মরা
বিশ্বের রাজা হেথা বুক পেতে আপনি দিয়েছে ধরা,
ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল হেথা ভিন্ন নাহিক কেহ,
বিশ্বের রাজা বিশ্বের বুকে লভিয়াছে নর দেহ।

অন্ত বিহীন সাগর বক্ষে একি অনন্ত খেলা !
কতরূপ ধরে' খেলিছে নিত্য সন্ধ্যা সকাল বেলা !
সাগর বক্ষে ঊর্ম্মি উছলি' হাসিয়া পড়িছে লুটে',
জ্যোছনা কিরণে একি নব ছবি উঠেছে বক্ষে ফুটে ;
সাগর প্রান্তে আকাশের শেষে নব সূর্য্যের হাসি,
অসীম আকাশে লীলা রহস্যে উঠিতেছে পরকাশি ;
বিশ্বের বুকে একি লীলা তব একি রহস্য নাথ !
সম্ভ্রমে তাই অসীমের রাজা করি তোমা প্রণিপাত।

কোথা জয়দেব ভক্তশ্রেষ্ঠ কোথা সে ভক্ত-প্রাণ,
গীত গোবিন্দ কোথা আজি লেখা—বিশ্বের সেরা দান !
তোমার 'সিদ্ধ বকুলের' তলে কোথা সে সিদ্ধি আজ,
পরিয়াছে যেথা শ্রীচৈতন্য প্রেমিক পাগল সাজ।
কোথা শঙ্কর, বিজয়কৃষ্ণ, কোথা সে তাপিত প্রাণ,
শান্তি আনিয়া বিশ্বের বুকে অবাধে করেছে দান।
আজি দেখি তার সমাধি বক্ষে শুধু কঙ্কাল মেলা,
প্রাণ হীন দেহে অস্থি ফুকারি' পিশাচে করিছে খেলা।

স্বর্গ হইতে স্বর্গ-দেবতা আসিয়া 'স্বর্গদ্বারে'
পূজিয়াছে হেথা বিশ্বের রাজা কত না অর্ঘ্যভারে
তোমার পুণ্য 'চক্রতীর্থে' আসিয়া চক্রপাণি
জগতের বুকে দোলায়েছে তার প্রেমের মাল্যখানি।
শ্রীচৈতন্য হেথা এসে নাকি তোমাতে মিলায়ে কায়া,
অসীমের বুকে দিয়াছে মিলায়ে সসীমের স্নেহ মায়া
হেথা শিখ, জাঠ, নানক-পন্থী—মঠ মন্দির তুলি'
দেবতা-নরের-মিলন-তীর্থে করিতেছে কোলাকুলি।

আজি কোথা সেই শিল্প-চাতুরী কোথা সে শিল্পীপ্রাণ,
ভারতের তরে করে গেছে যারা বিশ্বের সেরা দান,
পাষাণের বুক চি'রে গড়িয়াছে মূর্ত্তি সে অভিনব,
ভারতের সে বৈভব কোথা—কোথা সে মহোৎসব!
কোথা আজি সেই যবন সৈন্য মন্দির দ্বারে আসি'
শুধু রেখে গেছে উৎকল বুকে কলঙ্ক-কালি রাশি;
আজি সে সৈন্য ধরার অঙ্কে হয়ে গেছে ধূলি-লীন
জেগে আছে তার অন্তর-ছবি ইতিহাসে চিরদিন।

কোথা আজি সেই মহান্ শক্তি রথচক্রের তলে
ভারতের এই সমাজগণ্ডী অবাধে গিয়াছে দলে',
'ছত্রিশ জাতি' পরমানন্দে সব ভেদাভেদ ভুলি'
দীক্ষিত হেথা সাম্য মন্ত্রে,—করিতেছে কোলাকুলি,
ক্ষত্রিয় দ্বিজ বৈশ্য শূদ্র হেথা যে পরম সুখে,
আপনার হাতে 'প্রসাদ কণিকা' তুলিয়া দিতেছে মুখে।
তাই ভারতের মিলন-ক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র তব ধূলি,
নিয়াছে আদরে নিখিল ভারত আপনার শিরে তুলি'।

বাষ্পীয় রথ যেদিন ছিলনা সেদিনও ভারতবাসী,
তোমার চরণ প্রান্তে ছুটিয়া এমনি জুটেছে আসি,
জীবনের মায়া সুখ সংসার অবাধে তুচ্ছ করি'
যাত্রা করেছে বিশ্বের রাজা ! তোমার শ্রীমুখ স্মরি।
আজি সে শক্তি—আজি সে ভক্তি নাহি নাহি তবু জানি
দিবে নাকি বুকে জগতের নাথ স্নিগ্ধ চরণখানি,
শেষের সে দিনে নয়ন-'সমুখে অনন্তরূপে আসি',
বাজা'য়ো তোমার বিশ্ব-মোহন মানস-মোহন বাঁশী।

‘বুড়ো নাথ’ বাহি গঙ্গা দর্শনে

নিথর নিস্পন্দ এই শারদ সন্ধ্যায়
তব পদ প্রান্ত চুমি তরঙ্গ বন্যায়
আগ্রহে আঁকড়ি ধরি’, কার হাসি গান
হেসে উঠে লুটে পরে’—হ’য়ে শতখান ;
কার প্রেম বিশ্বগ্রাসী অতৃপ্ত তৃষায়
তোমার চরণে দেব বেদনা জানায় ?

এযে হায় ! জাহ্নবীর রুদ্ধ ব্যথাতুর
অতৃপ্ত বাসনা রাশি ! এযে সুমধুর
সৃষ্টির প্রথম নব প্রণব সঙ্গীত ;
এযে হায় ! যুগবাহি অন্তরুদ্ধ গীত,-
ঝঙ্কারি উঠেছে যাহা কনক কিরণে,
রবির প্রথম প্রীতি সস্নেহ চুম্বনে।

এযে হায় ! অনন্তের করুণার কণা,
বিশ্বের ব্যথায় কাঁদি জানায় বেদনা।

মিলন পল্লী

হিঁদু মোছলেম বড় সুখে আছে—বেঁধেছে স্নেহের নীড়,
কোথায় স্বরাজ মুক্তি-নিশান ! কোথায় বাঙ্গালী বীর !
দেখে' যা না আজ্ এমন সুযোগ জীবনে হ'বেনা আর,
ভা'য়ের রক্তে ভেসে যায় ভাই—রক্তের পারাবার !
মঠ-মন্দির চূর্ণ করিয়া নাচিছে মুসলমান্,
মস্‌জেদ্ ভাঙ্গি হিন্দু ভা'য়েরা 'স্নেহ' করে প্রতিদান।
রাম রহিমের এমন মিলন ক'রো নাকো উপহাস,—
সবাই ভুলিবে—ভুলিবেনা শুধু ভারতের ইতিহাস।

মস্‌জেদ্ পাশে বাজনা বাজায়ে—গিয়াছে হিন্দু ভাই,
আন্ তার শির, উষ্ণ রুধির—শির চাই—শির চাই ;
শত শতাব্দী পড়েনিকো মনে, নূতন করিয়া আজ
বাজনা থামাতে মোছলেম ভাই—পরেছে নূতন সাজ ;
ব্যাগপাইপ আর ব্যাণ্ড বাজায়ে সৈন্য গিয়েছে চলে'
নীরবে স'য়েছ এতকাল ধরি'—দেখিয়াছ কুতূহলে ;
'ঘর-ভাঙ্গাদের' কথায় নাচিয়া—নিজ হাতে পরি' ফাঁস,
সবাই ভুলিবে—ভুলিবেনা শুধু ভারতের ইতিহাস।

হিন্দু তুমি ত' কত যুগ ধরি' সহিয়াছ কত জ্বালা,
পরেছ আপনি নিজ হাতে গাঁথা কণ্টক ফুল মালা।
শক্ হুন্ আর বৌদ্ধ নিষাদ হজম করেছ ঠিক্,
অনাদি যুগের হিন্দু আজিও—নিশ্চল—নির্ভীক !
তোমার বাজনা একটু থামালে ধর্ম্ম ডুবিত জলে ?
হিন্দুর চির ধর্ম্মের জ্যোতি ডুবিত অস্তাচলে ?
খোসা ভুসী নিয়ে শুধু মারামারি দূরে ফেলে দিয়ে শাঁস ;
সবাই ভুলিবে, ভুলিবেনা শুধু ভারতের ইতিহাস।

মোছ্‌লেম আজ রাখে নাকো আর হিন্দুর সম্মান,
মান্ ইজ্জত লুণ্ঠন করে'—রুধির করিছে পান,
হিন্দু-ঘাতক মোছলেম বুকে অবাধে বসা'য়ে ছুরি,
লুণ্ঠন করি', রক্ত-পিপাসা মিটায় তৃষ্ণা পূরি'।
একটু ভাবিয়া দেখ দেখি ভাই—আসিয়াছি কতদূর,
কোথায় মোদের মিলন স্বপ্ন—কোথায় স্বর্গপুর!
আপনার হাতে ভারতের হায়! করেছি সর্ব্বনাশ!
সবাই ভুলিবে—ভুলিবেনা শুধু ভারতের ইতিহাস।

ওরে ও মূর্খ মিলন-পন্থী! হাসিছে সভ্য জাতি,
কেন আজি এত রক্ত-পিপাসা—কেন এত মাতামাতি,
তোমার নিজের নারী লাঞ্ছিত,—শিশুর স্বস্তি নাই,
তোরা নাকি হায়! জগতে সভ্য, 'স্বরাজ-পন্থী' ভাই!
উন্মাদ, চির উন্মাদ তুমি—বাজাও ধর্ম্ম ভেরী,—
রাজনীতি সে যে কূটনীতি,—তোর বুঝিতে অনেক দেরী
চির পরাধীন ভারতবর্ষে—তুই ঘরে কর্ বাস,
তোদের কাহিনী ভুলিবে জগত—ভুলিবেনা ইতিহাস।

আট

আজ প্রভাতে তোমার দানে—
ভরে'ছে পরাণখানি কানে কানে !
সোহাগে পাপড়িগুলি
চেয়েছে নয়ন তুলি,—
তোমার পানে

সহসা সুর জেগেছে
প্রাণের মাঝে,
কেমনে—কি যে গাহি
জানি না যে !
আজি সে হাত বাড়াবে,
চরণের পরশ পাবে—
গানে গানে

রেখা

এই যে তোমার আমার খেলা
খেলা ঘরে,
পেতেছি ধূলির আসন—নদীতীরে ;
তোমার ঐ চরণ রেখা
বুকেতে রইল লেখা,
আগুনের দাগ রেখে যায়—
বুকের 'পরে।

(যে দিন) বিশ্ব-ভুবন লুপ্ত হবে
প্রবল ঝড়ে,
ফাগুনের শুক্‌নো কুঁড়ি—যাবে ঝরে' ;
আলোকের সন্ধ্যাতারা
আঁধারে হবে হারা ;
(শুধু এই) রক্ত-আলো উঠ্‌বে ফুটে—
বুকের 'পরে।

প্রতীক্ষা

যুগ যুগ আছি তোমারি পথ চেয়ে,
এস হে জীবন-সখা পরাণ-পথ বেয়ে।

এস হে শ্রাবণ সাঁঝে
আঁধার হৃদয় মাঝে,
মেঘের রূপেতে এস
বিশ্ব ভুবন ছেয়ে।

ভাদরের ভরা বানে
এস হে ব্যথিত প্রাণে,
আঁখি জল মুছে দাও
মধুর পরশ দানে।

এস হে নিশীথ রাতে
আঁধার গগন পথে,
আপনা ভুলায়ে দাও
ব্যথা হরা গান গেয়ে

বিজয়িনী

ওগো দানের পাগল,—

এক নিমেষে দিলে তোমায় শূন্য করে’ ;

সাজায়ে—পূজার থালা,

ব্যথার মালা,

বরণ ডালা—অশ্রুধারে।

ফাগুনের বুকের মাঝে

সব বিনাশী বাঁশী বাজে,

আজি হায়! এমন করে’ অশোক-শাখে

সাজায় ডালা—থরে থরে।

তোমারে যেন চিনি'
কোন্ ফাগুনে
বকুল বনে
দেখেছিনু বিজয়িনী ;-

(তোমার) হাতে ছিল আমের মুকুল,
কণ্ঠে বকুল মালা,
কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরীতে
ভরা পূজার ডালা।
গন্ধ-মধুর পরাণ খানি
চরণতলে ধরে',
দাঁড়িয়ে ছিলে একলা পথে
ব্যাকুল অন্তরে

আঁখির স্মৃতি

ও আঁখি দেখেছি যেন
পড়িছে মনে,
আঁখি জলে ভেসে আসা
স্বপন বনে।

কবে কার আঁখি দুটি
ব্যথা ভরে উঠে ফুটি,
চরণে পড়েছে লুটি'
বিদায়ক্ষণে।

কত কথা গেছি ভুলে
শুধু রাখিয়াছি তুলে
সে মধু করুণ ছবি
পাষাণ মনে।

ভাবি—ভুলি চিরতরে
আঁখি আসে জলে ভরে,
তারি আঁখি উঠে ফুটে
মানস বনে।

পথিক

আজ আমার পথে পথে দিন কেটে যায়
খেলার ঘোরে,—
তুমি আজ আপন বলে'—চোখের জলে
নাও ডেকে এই পথিকে রে।
· আজি এই অশথ শাখে,
ঝাঁকে ঝাঁকে
পাখী ডাকে,—
তারা সব আমায় বলে,
আয়রে চলে
আপন ঘরে।

কি হবে কেঁদে কেঁদে
মায়ায় বেঁধে—ক্ষণিকেরে;
যে তোর প্রাণে প্রাণে
আপনি চিনে
সে নেবে আজ বুকে করে'।
তাই আজ পথে পথে দিন কেটে যায়—
খেলার ঘোরে।

স্বপন-সাথী

স্বপন-নদীর
কূলে কূলে,
দেখেছি তাহারে
এলো চুলে।
শুভ্র শেফালি গাঁথা মালা,
তাহারি বুকেরি বাস ঢালা ;-
উচ্ছল—হৃদয়
আঁখি মুলে।

চঞ্চল তরণী
দুলে' দুলে',
আমারি মানসী
সাজি' ফুলে,
গেল দূরে চলে—গেল দূরে,
আজিও এ আঁখি সদা ঝুরে,
স্বপন-পরশ
বুকে তুলে।

কোথায় ?

ছুটল তরী কোন সুদূরে
কোন সাগরের অতল পানে,
সেই সে জানে যে জন নিতুই
টানে এমন প্রাণের টানে।
তীরের 'পরে রইল চেয়ে
সজল আঁখি অচল হয়ে,
বুক ফাটা তার বুকের বাণী
উঠ্‌ল ফুটে গানে গানে।

ধূ ধূ করা সুদূর যে আজ
ডাক দিয়েছে বুকের মাঝে,
ঢেউএর বুকের রক্ত-নাচন
আজ যে আমার বুকে নাচে।
ঢেউএর বুকে আলোর খেলা,
খেলছে কে আজ সকাল বেলা,
কোথায় যাব—কোথায় যাব—
কোথায় যাব—সেই সে জানে।

নীরব পূজারী

আমি কোন লাজে বা তোমার কাছে যাই,
তুমি দাও না আমায় বলে' ;
জানি তুমি ভালবাস যে গো
নীরব পূজা মনের ছায়াতলে।
তোমার পূজার ছন্দ গাঁথি কত,
লোক দেখান মাথা করি নত,
ফুলের ভারা উজার করে' দিয়ে
নমি যে গো তোমার পদতলে।

সবার গোপন করে' তোমার পায়ে
লুটিয়ে পরাই পরাণ ভালবাসে।
তাইতে আমি ব্যথার বোঝা বহি
নীরব পূজার ব্যাকুল অভিলাষে
পলক-হারা চোখে সাঁঝের তারা
চোখের পূজায়—পূজা করে' সারা,
তেম্নি করেই চাই গো ডুবে যেতে
নীরব পূজায় তোমার পদতলে।

চির পরিচিত

তোমার আমার সাথে যে গো
চোখের জলের পরিচয়,
মরণ এসে বরণ করে’
গাইবে মোদের প্রেমের জয়

আমার বালির খেলা ঘরে
তোমার হাসি নৃত্য করে;
সাঁঝের আলোয় তোমার আঁখি
রয় যে চেয়ে পরাণময়।

মোদের প্রেমের জয়ধ্বনি
মিলন-মেলার সাগর পারে,
ফুট্‌বে বিশ্ব-সভাতলে
কান্না হাসির শতধারে।

সকল চাওয়ার অবসানে
চাইব শুধু মুখের পানে,
প্রাণের বাণী ঢেউএর বুকে
ছড়িয়ে যাবে বিশ্বময়।

বাণী

আজিও আছি বসে পথের পাশে,
জনম পিপাসিত—দরশ আসে।
ঝরিছে ঝর ঝর নিঠুর বাদল,
মেঘ গরজনে বাজিছে মাদল,
পাগল বিরহী প্রাণ অথির ব্যাকুল,-
আঁধার গগন কোণে বিজলি হাসে।

সিন্ধু গরজে দূরে—শুনেছি বাণী
পেয়েছে তাপিত চিত—চরণ খানি ;
সিক্ত বকুল দলে,
ছল ছল আঁখি জলে,
মিলনে বিরহে তব—বাণী ভাসে,
আজিও আছি তাই—পথ পাশে।

মিলনানন্দ

ব্যথার কাঁটা পার হ'য়ে আজ
এলে অশ্রু সাগর পারে,
এই যে তোমার প্রেমের আসন
বুকের বিজন অন্ধকারে।
কাঁটার ফুলের বরণ মালা,
চোখের জলের শিশির ঢালা,
পরাণু নাথ তোমার গলে
ভাসি ব্যথার অশ্রু ধারে।

আজযে আমার চাওয়া পাওয়ার
কান্না হাসির মিলন মেলা,
ধরা দেছে বুকের মাঝে
সকল খেলার চরম খেলা।
আজ যে তোমার আসন তলে,
ভাসব শুধু নয়ন জলে,
শুধু তোমার চরণ খানি
ধরব বুকে বারে বারে।

অভিমানী

সে দিন ত রাঙা রাখী
বাঁধনি দখিন হাতে,
রিক্ত-হৃদয় নিয়ে—
ফিরেছিনু বেদনাতে।
শুধু অকথিত বাণী
বেদনার লিপি টানি'
লিখেছিল কত কথা
তোমার ও আঁখিপাতে।

আজিকে ফাগুন রাতে
গাঁথি বরণের মালা
মাধবী মঞ্জরী দিয়ে
সাজায়ে এনেছ ডালা।
আজি জীবনের কূলে
এসেছ সে কোন ভুলে
কন আসিয়াছ ফিরে—
আজিকে এ মধু রাতে।

সফলতা

বিশ্বের মাঝে আমায় নিয়েছ ব'রে,—
এত সুখ এত সম্পদ সখা ! সহিব কেমন করে !
ধূলায় ধূসর ছিলাম মলিন—পথে
স্থান দিলে পাশে—তোমার সোনার রথে;
সোহাগের ব্যথা ঝরে' পড়ে তাই
তপ্ত অশ্রুধারে।

ভিখারী ছিল যে উন্মুখ হ'য়ে
মুখের পানেতে চেয়ে,
সারা দিনমান আনমনে বসি
কত গান গেছে গেয়ে।
সব সঙ্গীত হারায়েছে আজ বাণী
তোমার চরণ ধূলি মাথে তার—
নিয়েছে ভাগ্য মানি ;
সারা জীবনের অভিসার আজ
নিয়েছে সফল করে।

নিমেষের সাথী

ওগো আমার এক নিমেষের
এক পলকের খেলার সাথী,
দুইটী জীবন-পলক মাঝে
নামবে কিগো গহন রাতি।
তোমার দু'টি পলক হারা
অশ্রু সজল আঁখির তারা
রয় চেয়ে মোর মুখের পানে
কোন্ সে প্রেমের খেলায় মাতি

পূব গগনের কোল ঘেসে ঐ
উঠ্‌ল জ্বলে ভোরের আলো,
এই আঁধারের চির-সাথী
তোমার আঁখি,—সেই সে ভাল,
ভোরের সভায় লোকের মাঝে
চাইতে মুখে—মরি লাজে ;
এমন করে' পাইনা চরণ
ভরা বুকের আসন পাতি।

শূন্য মন্দির

এ শূন্য মন্দিরে—কেমনে চাহি,
সকলি রয়েছে শুধু দেবতা নাহি।

নাহি সে উচ্ছল—প্রেম তরঙ্গ,
নাহি সে চঞ্চল বিলাস রঙ্গ,
নাহি সে ধরা দেওয়া—
সেবাহু বন্ধনে,
অশ্রু সলিলে অবগাহি।
আজি এ মন্দিরে পুষ্পেরি দল,
রয়েছে করিয়া আঁখি ছল ছল,
ধূপ সে পুড়ে' পুড়ে'
কাঁদিয়া ফেরে দূরে—
ব্যাকুল বাতাসে কারে চাহি।
আজি এ পুষ্পিত বাসনা মালা,
হ'লনা তোমারি চরণে ঢালা,
ভাসায়ে দিনু তাই
গোপন এ ব্যথাটাই ;
নাহি যে হৃদয় দেবতা নাহি

চরণ-চিহ্ন

তার চরণ চিহ্ন রয়েছে আঁকা
আমার বিজন কুটীর-দ্বারে,
সেযে রুদ্ধ দুয়ারে কেঁদে ফিরে গেছে
নিরজন নিশি অন্ধকারে।

কত স্থলগন ব'য়ে গেছে হায়!
পথ চেয়ে নিশি গেছে নিরাশায়,
খুজেছি যাহারে বিশ্বের মাঝে
ফিরে গেছে সে যে হতাশ ভরে

থাক্ সখি! তার চরণের রেখা
আমার কুটীরে চিরতরে লেখা,
(আমি) বুক দিয়ে তার পরশ লভিব
ধুয়ে দিব নিতি অশ্রুধারে।

নাম-সুধা

শুধু তোমার নাম—
আমার পূরবে মনস্কাম!
আমি চাইনে, চাইনে, চাইনে প্রভু!
চাইনে কিছু আর;—
ঝড়ের দিনে নামের সুধা
মিটাবে মোর প্রাণের ক্ষুধা,
সেই যে আমার প্রেমিক-রাখাল,
সেই যে ব্রজধাম।

শুধু তোমার নাম—আমার পূরবে মনস্কাম!
তোমার নামের বহ্নি-রেখা,
রইল আমার বুকে লেখা
দুখের দিনে—চোখের জলে—
বইব অবিরাম।
আর ত কিছু চাইনে প্রভু—চাইনে কিছু আর-
শুধু তোমার নাম—আমার পূরবে মনস্কাম!

ঝরাপাতা

আমি যাব—আমি যাব—আমি যাব গো—
শুক্‌নো পাতার সাথে সাথে,
বেধোনা তরুণ শিকল,—প্রেমের রাখী,
নূতন পাতায় দখিন হাতে।
ঐ দেখনা ওপার থেকে
পারের বাঁশী যায় যে ডেকে,
রেখো না আমায় ঢেকে হৃদয়-হরা
প্রেমের নূতন নূতন ফাঁদে।

এতো আমার নয়গো হাসি,
এযে বিদায় শেষের বাণী ;
শুক্নো মুখে—পথের ধুলায়
পেতেছি তাই আসন খানি
আজ আমি যে ভাঁটার টানে,
ভেসেছি হায় অকূল পানে,
অচিন পথের চির সাথী
দাঁড়িয়ে একা গহন রাতে।

আর কভুকি পড়বে মনে
কে ছিল তোর ভরা বুকে,
কে হেসেছে—কে কেঁদেছে
তোর জীবনের স্থখে দুখে।
বিদায় ক্ষণে—হাসির ছলে
কেঁদেছে কে নয়ন জলে,
ফিরে গেছে সর্ব্ব-হারা
আঁধার বুকে শূন্য হাতে।

আত্মশক্তি—......ছোট কবিতার মধ্যে লেখক বেশ একটু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হোমিওপ্যাথিক ডোজের এই পদ্য লেখা জাপানীদের মধ্যে একটা বড় আর্ট। কবি এই আর্টকে ফুটাতে চেষ্টা করেছেন।......'ফুলঝুরি', 'মরণে', 'শেষ গান' ছন্দে গন্ধে বর্ণে সব চেয়ে ভাল হয়েছে। ......বইখানা সকলকে যে আনন্দ দেবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।"